Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

বিসার্চের বিষয়ঃ

দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা

তত্ত্বাবধানেঃ
মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ
মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান
রোল: ২২৮০১০২৭৮

তারিখ: ২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

বিসার্চের বিষয়ঃ

দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা

এই রিপোর্টটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধানেঃ
মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ
মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান
রোল: ২২৮০১০২৭৮

THS302/ 2

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **"দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা"** বিষয়ক থিসিসটি আমার তত্ত্ববধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান, আইডি ২২৮০১০২৭৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধানেঃ
মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

এক্সটারনালঃ
মুফতি মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা"** শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

Hafiz

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান
আইডি ২২৮০১০২৭৮
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

তারিখঃ
২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم – بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ –ان الحمد لله –نحمده ونصلى على رسوله الكريم
[বিতারিত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর মহান রাসুলের জন্য প্রার্থনা করি।]

الله أكبر[আল্লাহ মহান]। আল্লাহ আমাদের رب[প্রতিপালক]। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্বল্প সময়ের জন্য সামান্য কিছু সম্পদ দান করে থাকেন। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু সম্পদ দান করেন। এ সম্পদের প্রকৃত মালিক আমরা নই বরং আল্লাহ। এ সম্পদ আমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।

প্রায় সাড়ে আট হাজার বছর পূর্বে এ পৃথিবীতে আদম আলাইসি সালাম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম আগমন করেন। তাদের মাধ্যমেই এ পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সূচনা হয়। আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য রাসুল ও নবীর মাধ্যমে মানবজাতিকে জীবন যাপনের সর্বোৎকৃষ্ঠ পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সকল যুগেই অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার মোহে বিমোহিত হয়ে আল্লাহর প্রদর্শিত পথকে অমূল্যায়ন করে নিজেদের সৃষ্ট ভুল পথ অনুসরণ করে ব্যর্থ হয়েছে।

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক দিয়ে থাকলেও সেগুলোর সঠিক ও সুষ্ঠু বন্টনের অভাবে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। যেমন- ধনী বা উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র ইত্যাদি। বর্তমান বিশ্বে প্রধানত ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর লোকই স্পষ্টত পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত অধিকাংশ সম্পদ ধনীদের হাতে চলে যাওয়ায়ক্রমান্নয়ে দারিদ্রতার প্রভাব পৃথিবীতে প্রকট আকার ধারন করেছে।

ক্রমবর্ধমান দারিদ্রতা বর্তমান বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলার জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র বিমোচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হিসেবে অনেক আগেই স্থান পেয়েছে। ফলে দারিদ্রতার প্রকটতা কোথাও কোথাও কিছুটা হ্রাস পেলেও ক্রমবর্ধমান হারে এর ব্যাপকতার বৃদ্ধি মারাত্মক উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকারী নামে পরিচিত আর্ন্তজাতিক সংস্থা জাতিসংঘ (UN-United Nation) দারিদ্রতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও দারিদ্রতা কমানো যাচ্ছেনা, বরং ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

অথচ মহান আল্লাহ মানব সভ্যতার শুরু থেকেই যুগে যুগে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ ও মানব জাতিকে অভাবমুক্ত রাখার জন্য ইসলামি অর্থনীতি প্রদান করেছেন। মিশরে একাধারে সাত বছর ফসল উৎপাদন ব্যাহত হলেও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামফসলের সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে সেখানকার অধিবাসীদের দুর্ভিক্ষের হাত থেকে শুধু রক্ষাই করেননি বরং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশ থেকে আগত স্মরণার্থীদের চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত ফসল দান করেছিলেন। যে আরবের মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে দিনাতিপাত করত, অভাবের তাড়নায় নারী শিশুদের জীবন্ত কবর দিত সেই আরবে খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময় জাকাত দেয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া দুস্কর হয়ে পড়েছিল।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারবিধি ছুড়ে ফেলে দিয়ে কোন প্রযুক্তি যথেচ্ছা ব্যবহার করলে যেরূপ আশানুরূপ সেবা পাওয়া যায়না, তদ্রুপ সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে এ জীবন পরিচালনা করলে নানারকম সমস্যায় জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়বে, এটাই সাভাবিক। একমাত্র ইসলামী অর্থনীতিই পারে মানুষকে চলমান দারিদ্রতারসুবিস্তৃতজাল থেকে মুক্ত করতে। আর জাকাত ব্যবস্থা হচ্ছে দারিদ্রতা দূর করার প্রধান হাতিয়ার।

অতএব, আসুন আমরা মহান আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক নবীজী সা.-এর সুন্নাহ অনুসারে জাকাত প্রদান করে এ পৃথিবী থেকে দারিদ্রতা দূর করি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাই। সর্বোপরি, দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্যই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

টপিক ১: দারিদ্রের পরিচয়

দারিদ্রের শব্দগত বিশ্লেষণ:

দারিদ্র শব্দটি এসেছে পুরানো (নর্মান) ফরাসি শব্দ poverte, আধুনিক ফরাসি শব্দpauvrete, ল্যাটিন paupertas থেকে pauper (দরিদ্র) থেকে।
[www.google.com]

সংস্কৃত দরিদ্র (দরিদ্রা+অ) অর্থ (বিশেষণে) অভাবগ্রস্ত, দীন। দরিদ্রতা (দরিদ্র+তা) অর্থ (বিশেষ্যে) দারিদ্র্য। দারিদ্র্য (দরিদ্র+য) অর্থ (বিশেষ্য) দরিদ্রতা, দীনতা, দরিদ্র অবস্থা; অভাব। দরিদ্র শব্দের সঙ্গে তও য প্রত্যয় যুক্ত হলে বিশেষ্য হিসেবে যথাক্রমে দরিদ্রতা ও দারিদ্র্য গঠন হয়। দরিদ্রতা, দীনতা, দারিদ্র্য ও দৈন্য সমার্থক।
[ড. মোহাম্মদ আমীন]

দরিদ্র শব্দটি বিশেষণ। যার অর্থ দীন, গরিব, অভাবগ্রস্ত, অভাবী, নিঃস্ব, নিঃসম্বল, করুণ, কাতর, হীন নীচ, অনুদার, ভীরু ইত্যাদি।দারিদ্র্য শব্দটি বিশেষ্য। যার অর্থ দৈন্য, দীনতা, দুরবস্থা, অভাব, অপ্রাচুর্য, হীনতা, কাতরতা, সংকীর্ণতা ইত্যাদি।দারিদ্র এরস্ত্রীলিঙ্গ দরিদ্রা। বিপরীত শব্দ সম্পদশালী।

দারিদ্র আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে الفقر। এর আরবী বিপরীত শব্দ الغنى। যার অর্থ অমুখাপেক্ষী। তাজুল আরূস প্রণেতা বলেন, فقر শব্দটি كرم এর ওজনে এসেছে। এখান থেকেই فقير, যার অর্থ ফকীর দলের সদস্য বা দরিদ্রদের সদস্য। তাহযীবুল লুগাত প্রণেতা বলেন, প্রয়োজনীয়তা বা অভাবগ্রস্ত হওয়া। আর الفقير যার অর্থ ভগ্ন মেরুদন্ড। যখন মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে, তখন এর অর্থ হবে স্বল্প পরিমান খাবারের অধিকারী।
[ইসলামে দারিদ্র বিমোচনের কৌশল, মো. হাফিজুর রহমান]

দারিদ্রের সংজ্ঞার প্রকারভেদ:

দারিদ্রের সংজ্ঞাকে পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সংজ্ঞা এবং ইসলামিক সংজ্ঞাএই দুই ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

দারিদ্রের পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সংজ্ঞাঃ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দারিদ্র একটি জটিল বিষয় যা এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা বেশ কঠিন। বেশিরভাগ সরকার এবং সমাজসেবা সংস্থাগুলোর দারিদ্রের নিজস্ব সংজ্ঞা রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন মতবাদ ও মতাদর্শের দিক থেকে দারিদ্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে।

দারিদ্র বলতে বেঁচে থাকার জন্য আশ্যকীয় প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে অধীনস্থ সম্পদ বা আয়ের অপর্যাপ্ততাকে বোঝায়।
[উইকিপিডিয়া , একটি মুক্ত বিশ্বকোষ]

দারিদ্র এমন অর্থনৈতিক অবস্থা, যখন একজন মানুষ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় করার সক্ষমতা হারায়।
[বাংলাপিডিয়া , বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ]

ERAPPA (Estern Region of APPA)-এর মতে, Poverty refers to the state or condition in which people or communities lack the financial resources and other essentials for a minimum standard of living.(দরিদ্র বলতে তাদের বোঝানো হয়েছে যারা জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।)
[www.investopedia.com]

১৭৭৬ সালে স্কটিশ দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ Adam Smith দারিদ্রতাকে এভাবে উপস্থাপন করেন- জীবনে বেঁচে থাকার জন্য শুধু পণ্যের দরকার তাই নয়, যে সমাজে কোন ব্যক্তি বাস করে সেই সমাজ দ্বারা নির্ধারিত প্রথা বা রীতিনীতি অনুযায়ী সে চলতে পারে কিনা সেটাও দেখা দরকার। তিনি এভাবে উদাহরণ দিয়েছেন- একটা লাইনিনের জামা জীবনের জন্য খুব দরকার নয়। গ্রীক বা রোমানরা এই জামা ছাড়া দিব্যি আরামে আছে। কিন্তু ইউরোপের বেশির ভাগ অংশের কোন দিনমজুর লাইনিনের জামা ছাড়া লোকের সামনে আসতে লজ্জা পায়। আবার ইংল্যান্ডের সমাজের প্রথা হল চামড়ার জুতা পড়া। তাই একজন হত দরিদ্র ব্যাক্তি ধার করে হলেও চামড়ার জুতা পড়বে, পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে। এখানে সমাজের প্রথাকে মেনে না চললে সমাজের কাছে লজ্জিত হতে হয়।
[https://competitionandappropriation.econ.ucla.edu/]

১৯০১ সালে ব্রিটিশ সমাজ বিজ্ঞানী সিভূম (B.Seebohm Rowntree) বলেন, Poverty, the state of one who lacks a usual or socially acceptable amount of money or material possessions. Poverty is said to exist when people lack the means to satisfy their basic needs. (স্বাভাবিক বা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য পরিমাণ অর্থ বা বস্তুগত সম্পদের অভাবকে দারিদ্র বলে। দারিদ্র্য অবস্থা তখনই হয় যখন মানুষ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের উপায়ের অভাব বোধ করে।)
[www.britannica.com]

ইংরেজ অর্থনীতিবিদ Michael Lipton-এর মতে, Poor are poor because they are poor. (দরিদ্র এজন্যই দরিদ্র যেহেতু তারা দরিদ্র।)
[www.jstor.org]

নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক Amartya Sen বলেন, Poverty is not just a lack of money; it is not having the capability to realize one's full potential as a human being. (দারিদ্র মানে শুধু অর্থের অভাব নয়; একজন মানুষ হিসেবে নিজের পূর্ণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করার ক্ষমতা না থাকাকেই দারিদ্র বলে।)
[https://achology.com]

আমেরিকান সমাজ বিজ্ঞানী John L. Gillin এর মতে, Poverty is that condition in which a person, either because of inadequate income or unwise expenditures, does not maintain a scale of living high enough to provide for his physical and mental efficiency and to enable him and his natural dependents to function usefully according to the standards of society of which he is a member.(দারিদ্র হল সেই অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি অপর্যাপ্ত আয় বা অযৌক্তিক ব্যয়ের কারণে তার শারীরিক ও মানসিক দক্ষতার জন্য নিজেকে এবং তার উপর নির্ভরশীলদেরকে বসবাসকারী সমাজের মান অনুযায়ী কার্যকরভাবে চলতে সক্ষম করার জন্য যথেষ্ট উচ্চ জীবনযাপনের মানদন্ড বজায় রাখে না।)
[www.noteguilty.com]

আমেরিকান প্রকৌশলী, অধ্যাপক, পদার্থবিদ ও উদ্ভাবক Robert H. Goddard এর মতে, Poverty is insufficient supply of those things which are requisite for an individual to maintain himself and those who depend upon him in health and vigour. (দারিদ্র হল সেই সমস্ত জিনিসের অপর্যাপ্ত সরবরাহ যা একজন ব্যক্তির নিজের এবং যারা তার উপর নির্ভরশীল তাদের স্বাস্থ্য এবং শক্তি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয়।)
[www.noteguilty.com]

Oscar Lewis মতে, দারিদ্র হলো সাংস্কৃতিক দৈনতা।
[https://innovativeeducation.com.bd]

সমাজবিজ্ঞানী Prof. Ram Ahuja এর মতে, একজনের যা আছে এবং একজনের যা থাকা উচিত এই দুইয়ের মধ্যেকার পার্থক্যের অনুভূতি যে অবস্থা সৃষ্টি করে তাই হল দারিদ্র।
[https://nxtlight.blogspot.com]

আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানী Michael Harrington এর মতে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতির ন্যূনতম মান থেকে যারা বঞ্চিত তারাই দরিদ্র।
[https://nxtlight.blogspot.com]

বিশ্বব্যাংকের মতে, Proverty means the inability of the people to attain a minimum standard of living. অর্থাৎ দারিদ্রতা হল মানুষের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানের উন্নীত হওয়ার অক্ষমতা।
[https://elearnsociology.blogspot.com]

২০১৫ সালের বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞানুযায়ী, দৈনিক ১.৯০ ডলারের কম আয় করা মানুষ দরিদ্র বলে গণ্য হবে।
[www.banglanews24.com]

ডেলটুসিং বলেন মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতাই হল দারিদ্র্য।

থিওডরসনের মতে, দারিদ্র হল প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক উপোস।

যার দক্ষতা আছে কাজ নেই, কর্মের সক্ষমতা আছে ব্যবসার পুঁজি নেই, দুর্যোগে পতিত হলে উত্তরণের বিকল্প নেই, মুখ আছে আহার নেই, শক্তি আছে বলার সুযোগ নেই, উন্নয়ন স্কীম আছে কিন্তু তার অংশগ্রহণ নেই, দেশে সম্পদ আছে তাতে তার মালিকানা নেই, জায়গা আছে মাথা গোঁজার ঠাই নেই, ভিটি আছে ঘর নেই, শরীর আছে কাপড় নেই, ঈদ আছে আনন্দ নেই, হাসপাতাল আছে চিকিৎসার সুযোগ নেই, শক্তি-মেধা-দক্ষতা আছে খাটানোর জায়গা নেই, ক্ষুধা আছে খাবার নেই, স্কুল আছে শিক্ষার সুযোগ নেই, ব্যাংক আছে কিন্তু তার জন্য ঋণ নেই অর্থাৎ যিনি ক্ষমতা ও সম্পদহীন তিনিই দরিদ্র।

[দৈনিক আজকের কাগজ, ২৩ জুলাই, ১৯৯৩]

বস্তুবাদীদের ধারণানুযায়ী দারিদ্রের প্রকারভেদ:

বস্তুবাদীদের ধারণানুযায়ী দারিদ্রকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা- **১.** চরম দারিদ্র, ২. আপেক্ষিক দারিদ্র, ৩. পরিস্থিতিগত দারিদ্র, ৪. জন্মগত দারিদ্র, ৫. গ্রামীন দারিদ্র, ৬. নাগরিক দারিদ্র ইত্যাদি।

চরম দারিদ্র:

চরম দারিদ্র কথাটি দিয়ে মৌলিক ব্যক্তিগত চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় ইত্যাদি মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক বা অন্য কোন উপায়ের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে।

চরম দারিদ্র বলতে বোঝায় এমন এক অবস্থা যেখানে কোন ব্যক্তি তার শরীরকে সক্ষম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরি পায় না।

চরম দারিদ্রের সীমার সংজ্ঞা স্থান কাল নির্বিশেষে সর্বত্র ও সর্বদা প্রায় একই ধরনের হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলির দারিদ্র হচ্ছে চরম দারিদ্র। এরা সমাজের একেবারে বঞ্চিতশ্রেণী- প্রান্তিক চাষী, তাতী, ভূমিহীন ব্যক্তি।

২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP- United Nations Development Programme) প্রকাশিত মাল্টিডাইমেনশনাল প্রভার্টি ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে ১১০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্রের জীবনযাপন করছে।

আপেক্ষিক দারিদ্রঃ

আপেক্ষিক দারিদ্র তখনই হয়, যখন কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট স্থান কালের প্রেক্ষিতে অপর ব্যক্তিগণের সাপেক্ষে একটি ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান অর্জনে ব্যর্থ হয়। এ কারণে আপেক্ষিক দারিদ্রের সীমার সংজ্ঞা দেশ ও সমাজ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন কোন এলাকার প্রায় সবাই যদি আধুনিক ইট নির্মিত বাসায় বাস করে আর কোন ব্যক্তির যদি উন্মুক্ত মাঠে ছোট তাবুতে বাস করার চেয়ে বেশি আর্থিক সামর্থ্য না থাকে, তাহলে বলা যায় সে আপেক্ষিক ভাবে দরিদ্র। কিন্তু কোন যাযাবর সমাজের সবাই যদি মাঠে তাবু গেঁড়ে বাস করে, তাহলে ঐরূপ ব্যক্তিটি আপেক্ষিকভাবে দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।

আপেক্ষিক দারিদ্র হচ্ছে কোন দেশের মানুষ যখন সরকার দ্বারা নির্ধারিত মাপকাঠিতে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে পারে না সেই অবস্থা। উন্নত দেশগুলির দারিদ্র হচ্ছে আপেক্ষিক দারিদ্র।

পরিস্থিতিগত দারিদ্রঃ

এই দারিদ্র অস্থায়ী এবং আকস্মিক ক্ষতি বা সংকটের কারণে ঘটে। যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উপার্জনকারীর মৃত্যু বা স্বাস্থ্য সমস্যা।

প্রজন্মগত দারিদ্রঃ

এটি এমন পরিবারগুলিতে প্রচলিত যেখানে কমপক্ষে দুটি প্রজন্ম দারিদ্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে এবং বেড়ে উঠেছে।

গ্রামীণ দারিদ্রঃ

এটি ৫০ হাজারের নীচে জনসংখ্যার গ্রামীণ এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। এটি কাজের সুযোগের অভাব, পরিষেবাগুলিতে কম এক্সেস, দুর্বল শিক্ষা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য কম সহায়তার কারণে ঘটে।

নাগরিক দারিদ্র:

নাগরিক দারিদ্র কমপক্ষে ৫০ হাজার জনসংখ্যার মহানাগরিক এলাকায় বিরাজমান। গ্রামের লোকজন উন্নত জীবনযাপনের ও কর্মসংস্থানের সন্ধানে শহরে আসে। ফলশ্রুতিতে শহর বা নগরের লোক সংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। এদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়ে নাগরিক দরিদ্রতার শিকার হয়।

মৌসুমী দারিদ্র:

উন্নয়নশীল দেশের অনেক অঞ্চলে বিভিন্ন মৌসুমে কাজের পর্যাপ্ত ক্ষেত্র না থাকায়ে মানুষ চরম দারিদ্রতার শিকার হয়, একেই মৌসুমী দারিদ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এসব অঞ্চলে আবার ভিন্ন মৌসুমে এ দারিদ্রতার প্রভাব অনেকাংশেই কমে যায়।

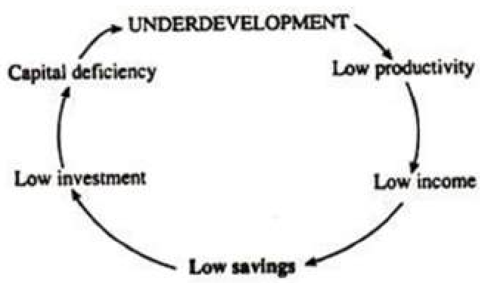
দারিদ্রের দুষ্টচক্র:

দারিদ্রের দুষ্টচক্র বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে মানুষ দরিদ্রতার কবল থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও পরোক্ষভাবে পুনরায় আবারও দরিদ্রতার ভেতরেই আবদ্ধ হয়ে যায়। সহজ ভাষায় বলতে গেলে দরিদ্র থেকে আর বেশি দরিদ্র হওয়াকেই দারিদ্রের দুষ্টচক্র বলা হয়। এই সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

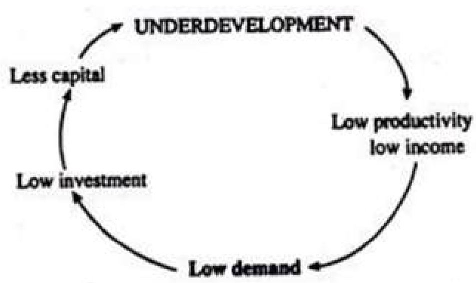
দারিদ্রের দুষ্টচক্রের ধারণার প্রবর্তকProf. Ragnar Nurkse বলেছেন, A country is poor because it is poor. (একটি দেশ দরিদ্র যেহেতু ইহা দরিদ্র।) তার মতে, এই চক্র এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে মানুষ একটির প্রভাবে অন্য আরেকটি চক্রের ভেতরে ঘুরপাক খেতে থাকে।

আমরা যদি বিষয়গুলো আরেকটু সহজ ভাবে বুঝতে চাই তবে আমাদের উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত অথবা স্বল্প উন্নত দেশগুলোর কথা ভাবতে হবে। এই দেশগুলোতে মাথাপিছু আয় অল্প পরিমাণে থাকে এবং সাধারণভাবেই বিনিয়োগ অনেক কম হয়। এসব কারণে পুনরায় সেই দেশগুলোতে উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায় এবং দরিদ্রতা আরো বাড়তে থাকে।

আমরা যদি দরিদ্রের দুষ্টচক্রের একটি চিত্র কল্পনা করি তবে এখানে কয়েকটি বিষয় উঠে আসে যেগুলো হলো-স্বল্প উৎপাদন, স্বল্প আয়, স্বল্প বিনিয়োগ এবং স্বল্প মূলধন। এই চিত্র থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে অনুন্নত কিংবা স্বল্প উন্নত দেশগুলোতে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম হয় যে কারণে মানুষের কর্মসংস্থানের অভাবে আয়ও অনেক কমে যায়। আয় কমে যাওয়ার ফলে মানুষের চাহিদা কমে এবং এই চাহিদা কমার কারণে নতুন উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগও কমে যায়। কারণ মানুষের চাহিদা যদি কম থাকে তবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কম হবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া যেহেতু মানুষের আয় কম থাকে সে ক্ষেত্রে মানুষ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খুব বেশি অর্থ পায় না এবং স্বল্প আয়ের ফলে মানুষের মূলধনের পরিণাণও অনেক কম থাকে। দিনশেষে দেখা যায় আবারও উৎপাদন কম হয় এবং মানুষের অভাবের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে হয়। এই চক্র এভাবেই চলতে থাকে এবং এটাই হচ্ছে দারিদ্রের দুষ্টচক্র।



The Vicious Circle : Supply Side



The Vicious Circle : Demand Side

দারিদ্রের ইসলামিক সংজ্ঞা:

ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্রকে বুঝতে হলে প্রথমে নিসাব পরিমাণ সম্পদের হিসাব বুঝতে হবে। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে সে ধনী; অপরদিকে যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই সেই দরিদ্র।

নিসাব পরিমাণ সম্পদ:

ইসলামের দৃষ্টিতে যদি কোন ব্যক্তির নিকট যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা কিংবা উভয়ের মধ্যকার কোন একটির মূল্যের সমপরিমাণ তরল অর্থ কিংবা ব্যবসায়ীক সম্পদ থাকে তবে তার নিকট নিসাব পরিমান সম্পদ রয়েছে ধরে নেয়া হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্রের প্রকারভেদঃ

ইসলামের দৃষ্টি দারিদ্রকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা- ১. নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই এবং চরম দারিদ্র। ২. নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই এবং আপেক্ষিক দারিদ্র। ৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে কিন্তু পরিস্থিতি গত দারিদ্র।

চরম দরিদ্রঃ

কোন ব্যক্তি যদি নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক নয় এবং তার আয় দ্বারা তার নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষনসহ সচ্ছলতার সাথে জীবন যাপন করতে পারে না তবে সে ব্যক্তি এ শ্রেণীর আওতাভূক্ত। যেমনঃ

ফকিরঃ যার কিছুই নেই।

আপেক্ষিক দারিদ্রঃ

কোন ব্যক্তি যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় কিন্তু তার আয় দ্বারা তার নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষনসহ সচ্ছলতার সাথে জীবন-যাপন করতে পারে তবে সে ব্যক্তি এ শ্রেণীর আওতাভূক্ত। যেমনঃ
মিসকিনঃ যার নিসাব পরিমান সম্পদ নেই।

পরিস্থিতিগত দারিদ্রঃ

ঋণগ্রস্থঃধনী সম্পদশালী ব্যক্তি যার সম্পদের তুলনায় ঋণ বেশি।

মুসাফিরঃভ্রমণরত অবস্থায় রয়েছে।

ক্রীতদাসঃ যাকে কোন কোন ব্যক্তি কিনে নিয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা র. বলেন, ফকীরের অবস্থা মিসকীনের চেয়ে ভাল। কেননা ফকীর হলো যার আংশিক প্রয়োজন মিটানোর উপাদান রয়েছে। আর মিসকীন যার কিছুই নেই। *[মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আশ শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, ২য় খন্ড]*

মুহাম্মদ ইবনু জারীর আত-তাবারী বলেন, ফকীর বা দরিদ্র হচ্ছে সে যে অভাবগ্রস্ত ও ভিক্ষা বৃত্তি থেকে মুক্ত। আর মিসকীন ভিক্ষাকারী অভাবগ্রস্ত।
[মুহাম্মদ ইবনু জারীর ইবনু ইয়াযীদ ইবনু কাসীর ইবনু গালিব আল আমালী আবূ যাফর আত তাবারী, জামিউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন, ১৪তম খন্ড]

হাসান বলেন, ফকীর হচ্ছে সে যে তার বাড়ীতেই অবস্থান করে অন্যের দ্বারে দ্বারে যায় না। আর মিসকীন যে অন্যের দ্বারে দ্বারে যায়।

কাতাদা বলেন, ফকীর সে যে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আর মিসকীন যে সুস্থ দেহের অধিকারী।
[আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু উমার ইবনু কাসীর আল কুরাইশী আদ দিমাশকি, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৪র্থ খন্ড]

টপিক ২: বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র

দারিদ্র এক নির্মম অভিশাপ। এ অভিশাপ মানুষকে কুঁরে কুঁরে খায়। সমাজ সভ্যতাকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে পিছিয়ে দেয়। এটা মানবতাকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে পারে। দারিদ্রের কশাঘাতে ও ক্ষুধার নির্মম যাতনায় অভাবের অনলে জীবন দগ্ধ হয়ে ন্যায় অন্যায় বিস্মৃত বনী আদম পাপ পঙ্কিলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে নিজের অজান্তেই আত্মবিধ্বংসী পথে অগ্রসর হয়। দারিদ্রের এ নির্মম কঠোর জ্বালায় মানবতাবোধ লোপ পায়, হিংস্রতার প্রসার ঘটে, অন্যায় অবিচার বিস্তৃত হয়। নারী তার পরম সযত্নে লালিত সতীত্বকে বিলিয়ে দেয়, মানুষ তার কলিজার টুকরা সন্তান বিক্রি করে, এমনকি হত্যা পর্যন্ত করতেও দিধা করে না।

দারিদ্র হল রক্তশূন্যতা সদৃশ। অর্থ সম্পদ মানুষের জন্য সে কাজ করে, যা মানুষের দেহের জন্য রক্ত করে। রক্ত মানুষের দেহ ও জীবনের স্থিতির নিয়ামক। রক্তশূন্যতা দেখা দিলে মানুষের দেহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধির আবাসে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে সম্পদের স্বল্পতা থাকলে মানুষের জীবনও অচল হয়ে পড়ে অনিবার্যভাবে।

পৃথিবীর ইতিহাসের বড় অংশে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ছিল। খ্রিষ্টাব্দের শুরু থেকে যদি সময়টা বিবেচনা করা হয় তবে প্রথম ১ হাজার বছরে মানুষের জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন হয়নি। একটা স্থবির সময় ছিল সেটা। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পর ইতালীয় রেনেসাঁ যুগে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। পরবর্তী কয়েক শতক সমৃদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে উত্তর পশ্চিম ইউরোপের আবির্ভাব ঘটে। এ সময় শিল্পায়নের বিস্তার হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে জীবনযাত্রার পরিস্থিতির কম-অগ্রগতি সাধিত হয়। বিশেষ করে ১৯৬০ এর দশকে প্রযুক্তিগত ও সাস্থ্যসেবায় বিশ্বের বিভিন্ন অংশে দ্রুত উন্নতি সাধিত হতে থাকে। দরিদ্র দেশগুলোতেও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে।

বিগত ২ শতকে শিল্পবিপ্লব এবং আধুনিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশ্বব্যাংকের বিশ্বব্যাপী দারিদ্রের হিসাব পাওয়া যায় ১৯৮১ সাল থেকে।

দারিদ্রের কারণঃ

দারিদ্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে।সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাচারিতা ও আগ্রাসন, জনসংখ্যার চাপ, অর্থনৈতিক দুর্দশা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদির মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দারিদ্র সৃষ্টি করে।বিগত ২০০ বছরে জনসংখ্যা সাতগুন (১০০ কোটি থেকে ৭০০ কোটি) বৃদ্ধি পেয়েছে।

শ্রমবিমুখতাঃ

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, Diligence is the key to success 'পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি'। পক্ষান্তর শ্রমবিমুখতাই দারিদ্রের মূল কারণ। শ্রমই দারিদ্র বিমোচনের প্রথম হাতিয়ার এবং ভাগ্যোন্নয়নের প্রধান মাধ্যম। কিন্তু আমাদের এ দেশের অধিকাংশ মানুষ শ্রমবিমুখ, আরামপ্রিয়, অলস। তারা নিম্ন পেশার কাজ করতে লজ্জাবোধ করে। তাই দারিদ্রের যাতাকলে আমরা আজও নিষ্পেষিত। শ্রমবিমুখতাকে ইসলাম পছন্দ করে না। সালাত শেষে অলসভাবে মসজিদে বসে না থেকে রিযিক অন্বেষণের লক্ষ্যে যমীনে ছড়িয়ে পড়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ
'সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) অন্বেষণ কর।
[সুরা জুমআ ,আয়াত ১০]

নবীজী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই।'

যদি আমরা মহান আল্লাহ ও তার রাসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক পরিচালিত হতাম তবে পৃথিবীতে দারিদ্র সমস্যা থাকত না।

মালিক ও শ্রমিকের দায়িত্বহীনতাঃ

মালিক শ্রমিকের দায়িত্বহীনতাও দারিদ্র সমস্যার জন্য কম দায়ী নয়। কারণ মালিক ও শ্রমিকের কেউ নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়। এ ব্যাপারে তারা একেবারেই উদাসীন বললেও অত্যুক্তি হবে না। শ্রমিকের কর্তব্য হল তার উপর আরোপিত দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দেয়া আর মালিকের কর্তব্য হল শ্রমিকের যথার্থ মজুরী নির্ধারণ করা, সময়মত তা পরিশোধ করা এবং অতিরিক্ত কাজ চাপিয়ে না দেয়া।

আদর্শ শ্রমিকের পরিচয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,
اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ
'শ্রমিক হিসেবে সেউ উত্তম যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।'
[সুরা ক্বাসাস, আয়াত ২৬]

নবীজী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন, ‘তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ ছাওয়াব রয়েছে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হল, যে ক্রীতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং স্বীয় মালিকের হকও যথার্থভাবে আদায় করে।

অন্যদিকে নবীজী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, ‘শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার প্রাপ্য মজুরী দিয়ে দাও।

হাদিসে কুদসি এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হল যে ব্যক্তি মজুরীতে মজুর রেখে তার কাছ থেকে পূর্ণ শ্রম গ্রহণ করেছে, অথচ তার ন্যায্য মজুরী প্রদান করেনি।

উপরোক্ত ইসলামী দিকনির্দেশনা না মানার কারণেই মালিক শ্রমিক অসন্তোষ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ফলশ্রুতিতে অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কর্মহীন বেকার হয়ে দারিদ্রের অতলতলে তলিয়ে যাচ্ছে হাজারো পরিবার, যার বাস্তব দৃষ্টান্ত হল আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্প।

সুষম বন্টন ব্যবস্থার অভাবঃ

ধন সম্পদে ভরপুর আমাদের এ বাংলাদেশ। তাই এ দেশকে বলা হয় সোনার বাংলাদেশ। তদপুর এ দেশের প্রায় ৩১.৫% লোক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র সমস্যার মূল কারণ এই নয় যে, পৃথিবীতে সম্পদের অভাব। বরং আসল কারণ হচ্ছে সুষ্ঠু ব্যয় ও বন্টনের অভাব।

মহান আল্লাহ সম্পদ বন্টনের মূলনীতি হিসাবে নির্দেশ দিয়েছেন,
لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ
‘ধন সম্পদ যেন শুধু তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে।
[সুরা হাশর, আয়াত ৭]

অর্থাৎ ইসলাম চায় ধন সম্পদ শুধু সমাজের মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর মাঝে আবর্তিত না হয়ে গোটা সমাজে আবর্তিত হোক। সমাজের প্রত্যেকটি সদস্য ধন সম্পদ দ্বারা উপকৃত হোক। এজন্য ইসলাম ইনছাফভিত্তিক শ্রমনীতির ব্যবস্থা করেছে। ধন অর্জনের শোষণমূলক ও অনৈতিক পন্থা যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জুয়া, সূদ, ঘুষ, মজুদদারী, প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া, ভেজাল ইত্যাদি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ধন সম্পদ বংশানুক্রমিক মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে কুক্ষিগত হওয়া বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রবর্তন করেছে ব্যাপকভিত্তিক উত্তরাধিকার আইন। চালু করেছে নফল দান সাদাকাহ ও সহযোগিতার ব্যবস্থা। রয়েছে করযে হাসানার মতো মানবহিতৈষী নিঃস্বার্থ ঋণদান ব্যবস্থাও।

যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার অনুপস্থিতিঃ

আমাদের এ দেশ ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি পর্যায়ে কিছুটা যাকাত দেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে বটে, কিন্তু যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু নেই। আর এটা দারিদ্র সমস্যার অন্যতম কারণ। যাকাতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দারিদ্র বিমোচন, যা সামাজিক নিরাপত্তার মূল চালিকাশক্তি। যাকাত বন্টনের ৮টি খাতের মধ্যে ৪টি খাতই (ফকির, মিসকিন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত) অসহায় অভাবগ্রস্ত জনসোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত। এছাড়া নব মুসলিমের ভাগটাও বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে এর মধ্যে আসতে পারে। আর্থ সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি যাকাত। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অর্থ ক্ষুধা-দারিদ্র, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, হতাশা, শ্রেণীবৈষম্য, অসহনশীলতা, অনৈক্য, দুশ্চিন্তামুক্ত পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং কল্যাণ কামনার বুনিয়াদে সকল সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য দূর হয়ে সাম্য মৈত্র ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণময়তা বিরাজ করা। পরস্পর এগিয়ে এসে একে অপরের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করা। যে সমাজ আমাদের কাছে স্বপ্নের সোনার হরিণ আজকের আধুনিক ধনতান্ত্রিক বিশ্ব যে সমাজের কথা কল্পনাও করতে পারে না, সে সমাজ উপহার দিয়েছে ইসলাম এখন থেকে প্রায় ১৫শ বছর আগে। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ছিল যে সমাজের সকল আর্থ সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। যাকাত দুস্থ দরিদ্রদের প্রতি বিত্তশালীদের দয়া বা অনুকম্পা নয় বরং অধিকার।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,
وَفِىٓ اَمۡوَالِهِمۡ حَقٌّ لِّلسَّآٮِٕلِ وَالۡمَحۡرُوۡمِ
'আর তাদের (বিত্তশালীদের) সম্পদে রয়েছে দরিদ্র ও বঞ্চিতের অধিকার।'
[সুরা যারিয়াহ, আয়াত ১৯]

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক, বীমা, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থ থেকে এবং বিত্তশালীদের থেকে যদি বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করা হয় তাহলে বার্ষিক ৩ হাজার কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব। যা প্রায় জাতীয় বাজেটের সমপরিমাণ। আর এ অর্থ দ্বারা মাত্র ৫ বছরেই বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত করা সম্ভব। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেছেন, যাকাত দুটি লক্ষ্যে নিবেদিত- আত্মশুদ্ধি অর্জন ও সামাজিক দারিদ্র নিরসন।

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাঃ

দারিদ্র সমস্যার অন্যতম কারণ হল সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা। সুদ মানব সভ্যতার সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু। সুদ মানুষকে শোষণের অর্থনৈতিক হাতিয়ার। সুদের প্রভাবে মানুষের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই দেখা দেয় তা নয়, বরং নৈতিক ও চারিত্রিক সর্বোপরি মানবিক বিপর্যয়ও সৃষ্টি হয়। একদিকে সুদের নিষ্পেষণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্রমেই দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হতেথাকে। অপরদিকে পুঁজিপতি বিত্তশালীরা সুদ গ্রহণ করে আরও ধনী হতে হতে নৈতিক, চারিত্রিক ও মানবিক গুণশূন্য অর্থগৃধ্নুতে পরিণত হয়। তাই আল্লাহ সুদকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণার সাথে ব্যবসাভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালুর তাকীদ দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,
وَاَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَیۡعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا
‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।’
[সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৭৫]

সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে দারিদ্র সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে যাকাত, দান সাদাকাহ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দারিদ্র বিমোচন হয়।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহবলেন,
یَمۡحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَیُرۡبِی الصَّدَقٰتِ
‘আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান সাদাকাকে বর্ধিত করেন।
[সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৭৬]

দারিদ্রকে লালন করা হচ্ছেঃ

বাংলাদেশের দারিদ্র সমস্যার আর এক বিশেষ কারণ হচ্ছে, এ দেশের শাসকগোষ্ঠী, রাজনৈতিক নেতা, ক্যাডার, সরকারি আমলা, এনজিও, বিদেশী দাতা সংস্থা কর্তৃক দারিদ্রকে লালন করা হচ্ছে। সরকার থেকে শুরু করে এনজিও পর্যন্ত সকলেরই কথার ফুলঝুরি হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। এজন্য প্রতিবছর দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) এর আওতায় বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন এনজিও ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর নিকট থেকে এ দেশে প্রতিবছর আসছে হাজার হাজার কোটি টাকা। সরকারি বাজেটের এক বৃহদংশ বরাদ্দ থাকছে দারিদ্র বিমোচনের জন্য। ব্যাংকগুলোও যথেষ্ট না হলেও দরিদ্রদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন। তারপরেও কেন দারিদ্যবিমোচন হচ্ছে না?

অভিযোগ রয়েছে দারিদ্র বিমোচনের জন্য প্রাপ্ত অর্থের অধিকাংশই চলে যায় মন্ত্রী, এমপি, রাজনৈতিক নেতা, সরকারি আমলা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিও মালিক-কর্মকর্তাদের পকেটে। আর বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফসহ অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীও কি আদতে চায় যে, এদেশের দরিদ্রতা দূর হোক? সুশাসন ও সুষ্ঠু আইন শৃঙ্খলা কায়েম হোক? এ দেশ স্বনির্ভর হোক? নাকি মুখে মুখে সুবচন ঝাড়লেও তারাও মনে মনে চায়, দুর্নীতিবাজ, দেশপ্রেমহীন, মূল্যবোধহীন, চরিত্রহীন রাজনীতিবিদ, আমলা, এনজিও মালিক ও তথাকথিত ব্যবসায় শিল্পপতিরাই বহাল থেকে তাদের তল্পিবহন করুক? তাদের দাস্যবৃত্তি করুক? এদেশে মওজুদ থাকুক সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী দেশপ্রেমহীন চরিত্রহীন অথচ শক্তিশালী ও ধনবান একটি দালাল শ্রেণী? মূলত পরকালীন জবাবদিহিতার ভয় না থাকলে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,
اَلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلٰۤى اَفۡوَاهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيۡدِيۡهِمۡ وَتَشۡهَدُ اَرۡجُلُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَكۡسِبُوۡنَ
'আমি আজ তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সমূহ তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে।
[সুরা ইয়াসিন, আয়াত ৬৫]

এনজিও কর্তৃক দারিদ্র চাষঃ

এদেশের এনজিওগুলি-যাদের ঘোষিত লক্ষ্য হল দারিদ্র বিমোচন, তারাই দারিদ্র চাষ করছে বলে ঘোরতর ও প্রবল সমালোচনা শুরু হয়েছে। বস্তুতঃ এনজিওগুলো যে ক্ষুদ্রঋণ দেয় এবং তার জন্য যে পরিমাণ সুদ শেষাবধি গ্রাহককে পরিশোধ করতে হয়, তাতে লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায় না, বরং মূল উপার্জনেরই একটা অংশ তুলে দিতে হয় নতুন এই বেনিয়াদের হাতে।

তত্ত্বধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলী খান বলেছেন, ক্ষুদ্রঋণ ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক চিন্তার আধুনিক সংস্করণ মাত্র। প্রতিবছর দেশের প্রায় ১ কোটি জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্রঋণের প্রতারণার শিকার হয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে। এ ধরনের কোন প্রকল্পের মাধ্যমে কখনোই দেশকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়।

সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীত এনজিও ঋণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, চোরাবালিতে আটকা পড়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতারা। বর্তমানে দেশে ক্ষুদ্রঋণ নিচ্ছে ৪ কোটি দরিদ্র মানুষ। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে বছরে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা লেন-দেন হয়। বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ দিচ্ছে। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার ৩৫-৪০%। অথচ রপ্তানী খাতে শিল্পপতিদের ঋণ দেয়া হচ্ছে মাত্র ১০% সুদে।

ইসলাম অতি দরিদ্রদের মাঝে করজে হাসানা তথা সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের তাকীদ দিয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,
اِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ
'যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে তিনি তা তোমাদের জন্য বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল।
[সুরা তাবাগুন, আয়াত ১৭]

দারিদ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদাঃ

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর আলেম-ওলামা, শ্রমবিমুখ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী দারিদ্র্যকে সযত্নে লালন করে চলেছেন। তারা 'দারিদ্র আমার অহংকার, এর দ্বারাই আমি গর্ববোধ করি।' মর্মে একটি জাল হাদিস উদ্ধৃত করে নিজেদের দারিদ্র সম্পর্কিত ভ্রান্ত আক্বীদার সাফাই গেয়ে থাকেন। অথচ তারা জানেন না যে, যারা আল্লাহর বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মূলতঃ তারাই দারিদ্র ও দুঃখ-কষ্টে নিপাতিত হয়।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا
'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবিকা হবে সংকুচিত'
[সুরা ত্ব হা, আয়াত ১২৪]

নবীজী স্বলাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা দোআয় বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি ও ফিতনা, কবরের ফিতনা ও আযাব, প্রাচুর্য, দারিদ্র ও দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।'

নবীজী সা. আরও বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি। কেননা তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং তোমার নিকট খিয়ানত থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। কেননা তা সবচেয়ে নিকৃষ্ট সঙ্গী।'

দারিদ্রের প্রভাবঃ

মাত্র কয়টা টাকার জন্য নারী তার সতীত্ব পর্যন্ত বিকিয়ে দিচ্ছে। মা তার সন্তানকে ক্ষুধার জালায় বিক্রি করছে। ডাষ্টবিনের ময়লা পঁচা-বাসি খাবার খাওয়ার জন্য কুকুর-মানুষ এক সাথে লড়াই করছে। আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারতে প্রতিদিন দারিদ্রতার কারণে মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। পৃথিবীর লাখ লাখ বনী আদম তপ্ত মরুভূমিতে খাদ্যহীন, আশ্রয়হীন ভাবে উদ্বাস্তু অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, কাশ্মির, ইরাক, ভারত, সুদান, কঙ্গো ও মায়ানমারের আরকান রাজ্যের রোহিঙ্গারা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

নিরক্ষরতা বৃদ্ধিঃ

গ্রামীণ দরিদ্রতার প্রভাবে গ্রামীণ সমাজে নিরক্ষরতা বৃদ্ধি পায়। চরম দরিদ্রতা ব্যক্তিকে শিক্ষা গ্রহণের তুলনায় অর্থ উপার্জন করা যায় এমন বৃত্তিমূলক কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। ফলে শিক্ষার প্রসারের জন্য বহুমাত্রিক কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ভাবে দরিদ্রতা গ্রামীণ নিরক্ষরতা বৃদ্ধি করে।

শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

দরিদ্রতার কারণে বহু শিশু পর্যাপ্ত শিক্ষা গ্রহণ না করে শিশু শ্রমিকে পরিণত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদের অভিভাবকগণ চরম দরিদ্রতার তাড়নায় শিশুদেরকে শ্রমে নিযুক্ত করতে বাধ্য হন। এই সকল শিশু শ্রমিকেরা দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হয়।

বেকারত্ব বৃদ্ধিঃ

অতিরিক্ত দারিদ্রতা বেকারত্বের জন্ম দেয়। অতিরিক্ত দারিদ্রতার ফলে মানুষ উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণকরতে পারে না, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে না, এমনকি ন্যূনতম মূলধন প্রয়োগ করে আর্থিক আয়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। ফলে খুব সহজেই মানুষ বেকারত্বের শিকার হয়।

নারী পাচারের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

সমাজে দরিদ্রতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান এইসকল উন্নয়নশীল দেশ থেকে নারী পাচারের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় চরম দরিদ্রতা অসহায় নারীদের খুব সহজেই অন্ধকার জগতে প্রবেশকরতে অনুপ্রাণিত করে।

গ্রামীণ অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধিঃ

চরম দরিদ্রতার শিকার হওয়ার ফলে গ্রামীণ ক্ষেত্রে মানুষের অপরাধ প্রবণতা ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। গ্রামীণ ক্ষেত্রে যেহেতু কর্মসংস্থানের সুযোগ কম, তাই দরিদ্রতার শিকার হয়ে মানুষ অপরাধের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে একমাত্র পথ বলে মনে করে। এইভাবে দরিদ্রতা অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।

উন্নয়ন ব্যাহতঃ

গ্রামীন এলাকার অধিক সংখ্যক মানুষের দরিদ্রতার কারণে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ব্যাহত হয়। বহুসংখ্যক মানুষের দরিদ্রতার কারণে কর বাবদ সরকারের আয় কম হয় এবং অন্যদিকে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সরকারকে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। ফলে জাতীয় আয়ের একটি বিরাট অংশ ব্যয় হয়ে যায়। এইভাবে যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিবর্তে মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করাটাই অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ

গ্রামীন দরিদ্রতার কারণে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। গ্রামীণ এলাকায় যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় গ্রামীণ বেকার জনসাধারণ শহরে শ্রমিক হিসেবে নিজেকে নিযুক্ত করেন। বহু সংখ্যক মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়।

স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধিঃ

গ্রামীণ এলাকায় মানুষের সার্বিক দরিদ্রতার কারণে স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়। অর্থের অভাবে মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। অনেক সময় সরকারি গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে সমস্ত রকমের রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থার বন্দোবস্ত থাকে না। এই অবস্থায় বহু মানুষকে বিনা চিকিৎসায় জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

নৈতিকতার অবনমনঃ

গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্রতার ফলে মানুষের মধ্যে নৈতিক অবনমন ঘটে। প্রবল দরিদ্রতার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে মানুষ নৈতিকতা ভুলে গিয়ে ঠিক-বেঠিক সকল রকম পথ অবলম্বন করে অর্থ উপার্জনের জন্য। এইভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈতিকতার অবনমন জাতীয় ঐক্য ও সুরক্ষার বিষয়টিকে প্রশ্নের সম্মুখে ঠেলে দেয়।

ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে না পারাঃ

চরম দারিদ্রের কবলে পড়ে গ্রামীন দরিদ্র মানুষ জীবন যাত্রার ন্যূনতম মান বজায় রাখতে অক্ষম হয়। খাদ্যের অভাব, পরিধানের অভাব, স্বাস্থ্য পরিসেবার অভাব, শিক্ষার অভাব, ঋণগ্রস্থতা ইত্যাদি বিভিন্ন নেতিবাচক বিষয়গুলি গ্রামীন দরিদ্র মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে।

দরিদ্রতার বিস্তৃতিঃ

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১% মানুষের হাতেই আছে বিশ্বের প্রায় ৫০% সম্পদ।
[প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ২০১৫]

বাংলাদেশে দারিদ্রঃ

দারিদ্র ও বাংলাদেশ শব্দদ্বয় একত্রে বিসদৃশ লাগে। কারণ বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনার দেশ। সম্পদে ভরপুর দেশটির স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সময়ে ছুটে আসা পর্যটক, বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী-গুণী ও ভূ-তত্ত্ববিদগণ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রাক্কলন অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলের ৪৭.১% লোক দারিদ্রসীমা এবং ২৪.৬% লোক চরম দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। অপরদিকে শহরাঞ্চলে ৪৯.৭% লোক দারিদ্রসীমা এবং ২৭.৩% লোক চরম দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। দারিদ্রের আপতন ও স্তর পরিমাপের জন্য বিবিএস ১৯৯৫ সালে মৌলিক চাহিদার খরচ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। এ পদ্ধতিতে দরিদ্রকে দরিদ্র এবং অনপেক্ষ দরিদ্র এ দুভাগে চিহ্নিত করা হয় এবং দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৫.৬% অনপেক্ষ দরিদ্র ও ৫৩.১% দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়। দারিদ্রের বহুমাত্রিক পরিমাপের ক্ষেত্রে অনেকগুলি গুনগত বিষয় বা চলক তথা পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, নিরাপত্তা, বাসস্থান সুবিধা, পানীয় জল, শিক্ষা, আয়ু, সম্পদের অংশীদারিত্ব ও ভোগের অধিকার এবং সমস্যাবলির সাথে মানিয়ে চলা বা সমস্যা হ্রাস করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি ও ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। ২০০৭-২০০৮ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘ উন্নয়ন কমূসূচী (UNDP) এর মানবসম্পদ উন্নয়ণ সূচকে (HDI-Human Development Index) অনুযায়ী মানুষের জীবন ধারণের গুণগত মান বিবেচনায় বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে ১৪০তম। অন্যদিকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯ এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ৪০% মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে।

বাংলাদেশের চলমান দারিদ্রাবস্থার জন্য বহুবিধ বিষয়, যথা অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, মাথাপিছু সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ, সম্পদের বন্টন ও ব্যবহার, অশিক্ষা, মাথাপিছু কম পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি ও বনভূমি, রুগ্নস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা, পরিবেশের অবক্ষয়, বন ধ্বংস, কৃষির উপর অতিনির্ভরশীলতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নারী নির্যাতন ও নারীদের বঞ্চিতকরণ এবং দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা দায়ী।

বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র পরিস্থিতির অপর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে। বিগত ৫০, ১০০ বা ১৫০ বছর পূর্বে আয় বন্টনের নিম্নসীমায় যত সংখ্যক লোক ছিল, বর্তমানে তার সংখ্যা অনেক কম। ১৮৩০ এর দশকে কৃষি মজুরির দৈনিক হার ছিল ৬ কেজি চাল। ১৮৮০ এর দশকে ছিল তা ৫ কেজি অপেক্ষা সামান্য বেশি। ১৯৩০ এর দশকে একজন কৃষি শ্রমিক তার একদিনের মজুরি দ্বারা সাড়ে পাঁচ কেজি মোটা চাল কিনতে পারত, বর্তমানে একুশ শতকের শুরুতেও তা একই পর্যায়ে রয়ে গেছে। কিন্তু একজন কৃষক বা কৃষিশ্রমিকের জন্য একই অর্থনীতিতে শিল্প ও কৃষির বাণিজ্য শর্তে ভারসাম্য বহুলাংশে অবনমিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের একজন ব্যক্তি আরও খারাপ অবস্থায় জীবনযাপন করছে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংস যজ্ঞের মধ্যে নিহিত রয়েছে বাংলাদেশের জনগণের ভোগান্তির আরেকটি কারণ। ৯ মাসব্যাপী যুদ্ধে বাংলাদেশের মোট সম্পদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং শুরুতেই দেশের অর্থনীতি মারাত্মক জটিলতার সম্মুখীন হয়। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, খাদ্য, জ্বালানী, সার ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি এবং লেনদেন ভারসাম্যের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুতর আঘাত হানে। ১৯৭৪ সালে শস্যহানি এবং বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তিতে ভাটা ও শিথিলতা দেশের অর্থনীতিকে আরও নাজুক অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। ফলে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এর ফলে নিঃস্ব লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ১৯৭৫ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৩% দারিদ্রসীমার নিচে চলে আসে।

অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ। জাতিসংঘের প্রকাশিত এমডিজি ২০১৪ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ পায়। প্রতিবেদনে জানানো হয় সারাবিশ্বে যতো অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠি আছে, তার ৫.৩ শতাংশের বাস বাংলাদেশে। জাতিসংঘের ওই প্রতিবেদনসহ বেশ কিছু গবেষণা প্রতিবেদনে জানা যায়, সারা বিশ্বে ১২০ কোটি মানুষ অতি দরিদ্র। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) সহ বেশ কিছু সংস্থা দারিদ্রতা নিরূপণে স্কেল হিসেবে খাদ্যগ্রহণকে ব্যবহার করেছে। সে হিসেবে যে সকল ব্যক্তি দিনে ২১২২ ক্যালরির নীচে খাদ্য গ্রহণ করার সামর্থ্য রাখে তাদেরকে দরিদ্র আর যারা দিনে ১৮০০ ক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করার সামর্থ্য রাখে তাদেরকে অতি দরিদ্র বা চরম দরিদ্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি অনুযায়ী যারা দিনে মার্কিন মুদ্রায় ৫০ সেন্টের কম অর্থে খাদ্যগ্রহণ করে তাদেরকে অতি দরিদ্র বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই অর্থের পরিমাণ দাড়ায় ৫৫ থেকে ৬৫ টাকার মধ্যে। অপরদিকে জাতি সংঘের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে সকল ব্যক্তি দিনে ১.২৫ ডলালের কম ব্যয়ে জীবন ধারণ করে তারা অতি দরিদ্র। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই অর্থের পরিমাণ দাড়ায় ১৫০ থেকে ১৬০ টাকার মধ্যে। ২৯ আগস্ট ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচী (WFP-World Food Programme) যৌথভাবে বাংলাদেশের দরিদ্রতার মানচিত্র প্রকাশ করে। এই মানচিত্র অনুযায়ী দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে কম কুষ্টিয়ায় (৩.৬%)। আর এ সংখ্যা বেশি কুড়িগ্রামে (৬৩.৭%)। বিভাগের হিসেবে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষ বাস করে ঢাকা বিভাগে (৩২.৩%) আর সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম (৫.৭%)। বেসরকারি এনজিও ব্র্যাকের এন্ডিং এক্সট্রিম পোভার্টি শীষক এক প্রতিবেদেন জানা যায়, অতি দরিদ্রের অধিকাংশই ভূমিহীন। এদের মাঝে নারীর সংখ্যা বেশি। অপরদিকে রাজধানীর বস্তিবাসীর প্রায় শতভাগই অতি দরিদ্র। এক তথ্যসূত্রে পাওয়া যায়, রাজধানীতে বস্তির সংখ্যা প্রায় ৪৭২০টি। আর বস্তিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। সাধারণত নদী ভাঙনসহ বিভিন্ন কারণে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব মানুষ খোলা আকাশের নিচে ফুটপাতে আর ঝুপড়ি বস্তিতে আশ্রয় নিয়ে থাকে। ২০১২ সালে পরিচালিত বিশ্বব্যাংকের এক জরিপে দেখা গেছে, রাজধানী ঢাকায় প্রতি বছর ৩-৪ লাখ নতুন মানুষ যোগ হচ্ছে। এদের অধিকাংশই

হতদরিদ্র, যারা রিক্সা ও ভ্যান চালিয়ে বা দিনমজুরি করে অর্থ উপার্জনের আশায় ঢাকায় আসে। বাসা বাড়ি বা উন্নত স্থাপনায় থাকার সাধ্য না থাকায় অধিকাংশই এসে উঠছেন নগরীর বিভিন্ন বস্তিতে। সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ সালে দেশে প্রায় ৫ কোটি মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে বাস করতো আর এর মাঝে ২ কোটি ৮৮ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র। ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দরিদ্রসীমার নিচে আছে ৩ কোটি ৮৫ লাখ মানুষ। এর মাঝে ১ কোটি ৫৭ লাখ মানুষ অতি দরিদ্র।

বাংলাদেশে অভাবনীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং আয়ভিত্তিক দারিদ্র নিরসনে এদেশ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ দারিদ্র্য মূল্যায়নের প্রতিবেদনে (২০১৯) বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনকে উদ্দীপনামূলক গাঁথা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ২০০০ সালের পর থেকে দেড় দশকে আড়াই কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার বাইরে চলে এসেছে। দারিদ্র কমার পাশাপাশি মানবপুঁজির বিকাশ এবং অপ্রত্যাশিত গড় আয়ুর বৃদ্ধি ঘটেছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো গ্রামীণ দারিদ্র উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে যা মোট দারিদ্র হ্রাসে ৯০% ভূমিকা রেখেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি যত উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে, তার মূল কেন্দ্রে ছিল দারিদ্র থেকে মুক্তি।

টপিক ৩: যাকাতের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ:

পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা।

পারিভাষিক অর্থ:

ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ মালের নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার নাম যাকাত।

কুরআন ও হাদিসের অনেক স্থানে যাকাতকে ছাদাক্বাহ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। কুরআনে ২২টি মাদানী সুরার ৩০টি আয়াতে যাকাত শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৭টি আয়াতে সালাতের সাথেই যাকাত শব্দটি এসেছে।

যাকাত ফরয হওয়ার সময়:

যাকাত মক্কায় ফরয হয়। কিন্তু নিসাব নির্ধারণ, কোন কোন সম্পদে যাকাত ফরয এবং তা ব্যয়ের খাত সমূহের বর্ণনা মদীনায় দ্বিতীয় হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে।

যাকাতের গুরুত্ব:

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। আল্লাহ কর্তৃক মানব জাতির জন্য একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান। আর যাকাত হল তার তৃতীয় স্তম্ভ।

ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান। ১. আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল- এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রমজানের সিয়াম পালন করা।
[বুখারী, মুসলিম, মিশকাত]

যাকাত ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উৎসঃ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যার মধ্যে নিহিত আছে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। আর অর্থনৈতিক সমস্যা মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে দুটি প্রধান অর্থনৈতিক মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। পুঁজিবাদ বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা।

এ্যাডম স্মিথের হাত ধরে যে পুঁজিবাদের যাত্রা তাতে শুধু ব্যক্তি স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরায়নতার গন্ধ। ব্যক্তির ভোগ ও তৃপ্তি চূড়ান্ত হতে হবে, সর্বোচ্চ পরিমাণ তৃপ্তি বা উপযোগ লাভের সর্বাত্মক চেষ্টা পুঁজিবাদের মূল দর্শন। সমাজের হতদরিদ্র বা বঞ্চিতদের জন্য ছাড় দেওয়ার কোন সুযোগ সেখানে নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাও এর কোন সমাধান বের করতে পারেনি।

আদর্শিকভাবে এই দুই বিপরীত মেরুর বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতি উল্লেখিত দুই অর্থনীতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশলের দিক থেকে ভিন্ন।

ইসলামী অর্থনীতির মূল উৎস হল কুরআন ও সহিহ হাদিস। অপরদিকে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মানব রচিত। এডম স্মিথ, রিকার্ডো, মার্শাল, কার্লমার্কস, লেলিন প্রমুখ অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক এসব অর্থব্যবস্থার প্রবক্তা।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। অপরদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিক হলেন মহান আল্লাহ। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশিত পথে এ সকল সম্পদ মানুষ ভোগ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

পুঁজিবাদে উৎপাদনকারীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি চলে মুনাফা অনুযায়ী, তাতে জনগণের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। আবার সমাজতন্ত্রে উৎপাদন চলে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী; এতে জনগণের ভোগের স্বাধীনতা থাকে না। অপরদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন পদ্ধতিতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে হারাম ও হালাল যাচাই করা হয় না। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা হালাল ও হারাম বিবেচনা করা হয়।

পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থণীতিতে সম্পদের মূল ভিত্তি হল সুদ। অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ সম্পূর্ণরূপে হারাম।

অতএব ইসলামী অর্থনীতির মধ্যে মানব জাতির অর্থনৈতিক সকল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে। আর ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উৎস হল, যাকাত ব্যবস্থা। সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই যাকাত বিবেচিত হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্য যাকাত অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয়; বরং দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদের জন্য মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বাধ্যতামূলক ভাবে প্রদেয় অর্থ। সামাজিক নিরাপত্তা অর্জন বিশেষতঃ দুস্থ ও অভাবগ্রস্থদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যই জাকাতের ক্ষেত্রে এত কঠোর তাকীদ রয়েছে।

বাইয়াত গ্রহণঃ

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহস্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করার জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেছি।
[বুখারি, মুসলিম, মিশকাত]

যাকাত সম্পদ পবিত্রকারীঃ

যাকাত আদায় করলে সম্পদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল দূরিভূত হয়ে তা পবিত্র হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,
خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا
‘উহাদের সম্পদ হতে সাদাক্বাহ গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।’
[সুরা তাওবা, আয়াত ১০৩]

জাবের রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি কেউ তার সম্পদের যাকাত আদায় করে তাহলে কি হবে? রাসুলুল্লাহস্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি কেউ তার সম্পদের যাকাত আদায় করে, তাহলে তার সম্পদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে।
[তাবারানি]

খালিদ ইবনু আসলাম রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে বের হলাম। তখন এক বেদুঈন বলল, আমাকে মহান আল্লাহর বাণী- যারা স্বর্ণ ও রৌপ পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও (সুরা তাওবা, আয়াত ৩৪) সম্পর্কে বলুন। তখন ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করেছে এবং যাকাত আদায় করেনি তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। এই বিধান ছিল যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। যখন যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হল, তখন আল্লাহ তাকে সম্পদের জন্য পবিত্রতার কারণ নির্ধারণ করলেন।
[বুখারি]

যাকাত আদায় করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়ঃ

বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সম্পদ কমে যায় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা কমে যায় না; বরং তা বৃদ্ধি পায়।

মহান আল্লাহ বলেন,
يَمۡحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرۡبِى الصَّدَقٰتِ‌ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيۡمٍ
‘আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।’
[সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৭৬]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,
وَمَاۤ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ رِّبًا لِّيَرۡبُوَا۠ فِىۡۤ اَمۡوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرۡبُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ‌ۚ وَمَاۤ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ زَكٰوةٍ
تُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُضۡعِفُوۡنَ
‘আর মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহর নিকট তা বৃদ্ধি পায় না; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়, তারাই সমৃদ্ধশালী।’
[সুরা রুম, আয়াত ৩৯]

অতএব যাকাত আদায় করলে এবং দান করলে সম্পদ কমে যায় না। বরং তা বৃদ্ধি পায়। যে কোন মাধ্যমে আল্লাহ তার রিজিক বৃদ্ধি করে দেন।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহস্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দান সম্পদ কমায় না; ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ছাড়া হ্রাস করেন না এবং যে কেহ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে উন্নত করেন।
[মুসলিম, মিশকাত]

যাকাত ঈমানের সত্যায়নকারীঃ

মহান আল্লাহ বলেন,
الَّذِيۡنَ يُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَؕ
اُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ حَقًّا ؕ لَهُمۡ دَرَجٰتٌ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ وَمَغۡفِرَةٌ وَّرِزۡقٌ كَرِيۡمٌ
'যারা সালাত ক্বায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে (যাকাত আদায় করে); তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।
[সুরা আনফাল, আয়াত ৩-৪]

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহস্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তা পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব।
[বুখারি, মুসলিম, মিশকাত]

আর পৃথিবীতে মানুষের নিকটে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হল তার ধন সম্পদ। আর সে কখনই তা দান করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তার রাসুল তার নিকটে অধিক প্রিয় না হয়। আর যখনই সে তার সম্পদের যাকাত আদায় করে তখনই সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ গ্রহন করে।

আব্দুল্লাহ ইবনু মা'আবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহস্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করবে সে পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে এবং স্বীকার করে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই; যে ব্যক্তি প্রত্যেক বছর তার সম্পদের যাকাত হিসেবে উত্তম মাল দান করে এবং বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্থ, ত্রুটিপূর্ণ নিকৃষ্ট মাল প্রদান করে না; বরং মধ্যম মানের মাল প্রদান করে। আল্লাহ তোমাদের নিকট তোমাদের উত্তম মাল চান না এবং নিকৃষ্ট মাল প্রদান করতের নির্দেশ দেননি।
[আবু দাউদ, সিলসিলা সহীহাহ, ছহীহুল জামে']

আবু মালেক আশআরি রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহস্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পরিপূর্ণভাবে উযু করা ঈমানের অংশ বিশেষ। আল হামদুলিল্লাহ পাল্লাকে পূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার আসমান ও জমিনকে পূর্ণ করে। সালাত হল নূর বা আলো। আর যাকাত হল প্রমাণ। ধৈর্য আলো। আর কোরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ।
[নাসাই, ইবনু মাজাহ, আলবানী]

যাকাত পূর্নাঙ্গ ইসলাম মানার অন্যতম মাধ্যমঃ

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। একে বাদ দিয়ে পূর্নাঙ্গ ভাবে ইসলাম মানা সম্ভব নয়। বরং পূর্ণ মু'মিন হওয়ার জন্য ইসলামের যাবতীয় বিধান মানা আবশ্যক।

মহান আল্লাহ বলেন,
اَفَتُؤۡمِنُوۡنَ بِبَعۡضِ الۡكِتٰبِ وَتَكۡفُرُوۡنَ بِبَعۡضٍ‌ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنۡ يَّفۡعَلُ ذٰلِكَ مِنۡكُمۡ اِلَّا خِزۡىٌ فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ‌ۚ وَيَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ يُرَدُّوۡنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الۡعَذَابِ‌ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ
'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্চনা ব্যতীত তাদের কি প্রতিদান হতে পারে? ক্বিয়ামত দিবসে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন।'
[সুরা বাকারাহ, আয়াত ৮৫]

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহস্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিনটি বিষয় আমি শপথ করে বলছি; যে ব্যক্তি ইসলামের অংশ আছে এবং যার ইসলামে কোন অংশ নেই দু'জনকে আল্লাহ কখনোই সমান করবেন না। ইসলামের তিনটি অংশ হল সালাত, সিয়াম ও যাকাত।
[মুসনাদে আহমাদ, সিলসিলা সহিহাহ, সহিহুল জামে']

যাকাত আদায় আল্লাহর পুরস্কার লাভের মাধ্যমঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন,
وَالۡمُقِيۡمِيۡنَ الصَّلٰوةَ وَالۡمُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ‌ؕ اُولٰٓـئِكَ سَنُؤۡتِيۡهِمۡ اَجۡرًا عَظِيۡمًا
'যারা সালাত প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী হবে, তাদেরকে সত্বর মহান পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।'
[সুরা নিসা, আয়াত ১৬২]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,
قُلۡ اِنَّ رَبِّىۡ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ وَيَقۡدِرُ لَهٗ‌ؕ وَمَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ فَهُوَ يُخۡلِفُهٗ‌ ۚ وَهُوَ خَيۡرُ الرّٰزِقِيۡنَ
'বল, আমার প্রতিপালক তো তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রিজিক বর্ধিত করেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।
[সুরা সাবা, আয়াত ৩৯]

যাকাত আদায়কারী সফলকাম:

মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَؕ
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

'যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তারাই আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী; তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।'
[সুরা লুকমান, আয়াত ৪-৫]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

'যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। *[সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৭৭]*

যাকাত জান্নাত লাভের মাধ্যম:

আবু মালেক আল আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহস্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন সব ঘর রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হতে দেখা যায়। সে সকল ঘরসমূহ আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি নম্রতার সাথে কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে (যাকাত আদায় করে), পর পর সিয়াম পালন করে এবং রাতে সালাত আদায় করে অথচ মানুষ তখন ঘুমিয়ে থাকে।
[মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযি, মিশকাত, আলবানী, সহিহ তারগিব]

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলে দিন, যে আমলগুলি করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। ফরজ সালাতসমূহ আদায় করবে। নির্ধারিত যাকাত প্রদান করবে এবং রমজানের সিয়াম পালন করবে। লোকটি বলল, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমি কখনো এর চেয়ে সামান্যতম বেশি করব না এবং সামান্যতম কমও করব না। অতঃপর লোকটি চলে গেলে রাসুলুল্লাহস্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী লোককে দেখতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখে।
[বুখারি, মুসলিম, মিশকাত]

যাকাত অন্তরে প্রশান্তি লাভের মাধ্যমঃ

মানুষের সম্পদ যত বেশিই হোক না কেন, যদি তার কোন প্রতিবেশী অনাহারে দিনাতিপাত করে তাহলে সে কখনও তার অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। বরং যখন তার সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ঐ গরীব লোকটিকে দিয়ে সচ্ছল করে, তখন সে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে।

প্রত্যেক মানুষ যেহেতু তার সম্পদকেই অধিক ভালবাসে। এমনকি সম্পদের জন্য মানুষ নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, সেহেতু সেই অধিক ভালবাসার বস্তুকে অন্যের জন্য পছন্দ করার মাধ্যমেই পূর্ণ ঈমানদার হওয়া সম্ভব।

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।
[বুখারি, মুসলিম, মিশকাত]

যাকাত মুসলিম ঐক্যের সোপানঃ

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য সুদৃঢ় হয়। এমনকি এটি সমগ্র মুসলিম জাতিকে একটি পরিবারে রূপান্তরিত করে। ধনীরা যখন গরীবদেরকে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সহযোগিতা করে তখন গরীবরাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ধনীদের উপর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। ফলে তারা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেন,
وَاَحۡسِنۡ كَمَاۤ اَحۡسَنَ اللّٰهُ اِلَيۡكَ
'তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'
[সুরা ক্বাছাছ, আয়াত ৭৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।
[বুখারি, মুসলিম, মিশকাত]

নো'মান ইবনু বাশির রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহস্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রাত জাগে ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।
[বুখারি, মুসলিম, মিশকাত]

যাকাত দারিদ্র বিমোচনের প্রধান মাধ্যমঃ

প্রাচীনকাল হতে মানুষ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ধনী ও দরিদ্র। ধনিক শ্রেণীর সম্পদের আধিক্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে, আর দরিদ্র শ্রেণী ক্ষীণ হতে হতে মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তেলহীন প্রদীপের ন্যায় নিভু নিভু জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে মাত্র। এর কারণ হল, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ দরিদ্রের প্রতি দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শনে উৎসাহ দিলেও তা বাধ্যতামূলক করেনি এবং দানের পরিমাণও নির্ধারণ করেনি। পক্ষান্তরে ইসলাম যাকাত নামে এমন এবং বিধান দিয়েছে, যার মাধ্যমে ধনীদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্রের মাঝে বন্টন বাধ্যতামূলক করে দারিদ্র্য বিমোচনে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছে।

রাসুলুল্লাহস্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে সাদাক্বাহ (যাকাত) ফরজ করেছেন। যেটা ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রদের মাঝে বন্টন হবে।
[বুখারি, মুসলিম]

অতএব ধনীদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ গরীবদের মাঝে বন্টনের মাধ্যমেই কেবল দারিদ্র বিমোচন সম্ভব। সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি কখনোই দারিদ্র দূর করতে পারে না। বর্তমান সউদি আরবের দিকে লক্ষ্য করলেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেখানে যাকাত ব্যবস্থা চালু থাকার কারণে যাকাত গ্রহণ করার মত দরিদ্র মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে সেই যাকাতের অর্থ অন্য রাষ্ট্রে প্রেরণ করতে হয়। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ঋণের দোহাই দিয়ে যে দেশে যত সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি চলছে সে দেশে তত দরিদ্রের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যাকাত মানুষকে অর্থনৈতিক পাপ থেকে রক্ষা করেঃ

যাকাতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দারিদ্র মানবতার সবচেয়ে বড় দুশমন। ক্ষেত্র বিশেষে তা কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যে কোন সমাজ ও অর্থনীতির জন্য দারিদ্রের বিস্তার রোধ সবচেয়ে জটিল ও কঠিন সমস্যা। সমাজে ব্যাপক হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি হয় দারিদ্রের ফলে। পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধও ঘটে দারিদ্রের জন্য। চুরি, ডাকাতিসহ অর্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে পরে দারিদ্রের কারণেই।আর এ সকল পাপের প্রতিবিধানের জন্য যাকাত ইসলামের অন্যতম মুখ্য হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ইসলামের সেই সোনালী যুগ হতে। বস্তুতঃ যাকাতের সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে সমাজের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্রদের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গড়ে উঠে এক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী। দূরীভূত হয় সমাজ থেকে অর্থনৈতিক পাপাচার। সমাজে নেমে আসে অনাবিল শান্তি।

যাকাত আল্লাহর গযব থেকে পরিত্রানের মাধ্যমঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্নিত, একদা রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। অতঃপর বললেন, হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, তোমরা যেন পরীক্ষার সম্মুখীন না হও। ১. যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্য অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সে জাতির উপর প্লেগ রোগের আবির্ভাব হয়। এছাড়াও এমন সব রোগ ব্যধির আবির্ভাব হয় যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। ২. যখন কোন জাতি ওজন ও মাপে কম দেয়, তখন সে জাতির উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ মুছিবত এবং অত্যাচারী শাসক তাদের উপর নিপিড়ন করতে থাকে। ৩. যখন কোন জাতি তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করে না, তখন তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি চতুষ্পদ প্রাণী না থাকত তাহলে বৃষ্টিপাত হতো না। ৪. আর যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তার রাসুলের অঙ্গীকার পূর্ণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের বিজাতিয় দুশমনকে তাদের উপর বিজয়ী করেন। যারা এসে এদের হাত থেকে কিছু সম্পদ কেড়ে নিয়ে যায়। ৫. আর যখন তাদের ইমামরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন।

[ইবনু মাজাহ, আলবানী, সিলসিলা সহীহাহ]

টপিক ৪: যাকাতের হুকুম

প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ এবং ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ।

মহান আল্লাহ বলেন,
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ
'তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।'
[সুরা বাকারাহ, আয়াত ৪৩]

ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয রাদিআল্লাহু আনহুকে ইয়ামান দেশে শাসক হিসেবে প্রেরণ করেন। অতঃপর বলেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে এ সাক্ষ্য দানের প্রতি আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যদি সেটাও তারা মেনে নেয় তবে তাদেরকে অবগত কর যে, আল্লাহ তাদের উপর তাদের সম্পদে সাদাক্বাহ (যাকাত) ফরজ করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর দরিদ্রদের মাঝে বন্টন হবে।
[বুখারি, মুসলিম]

যাকাত ত্যাগকারীর হুকুমঃ

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি। আর ইসলামের কোন বিধানকে অস্বীকার করলে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে কাফিরে পরিণত হবে। অতএব যদি কোন ব্যক্তি যাকাত আদায়ে অস্বীকৃত জ্ঞাপন করে তাহলে সে কাফির বা মুরতাদের অর্ন্তভূক্ত হবে। সে তওবা করে ফিরে না আসলে তার রক্ত মুসলমানদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়াকে স্বীকার করে কিন্তু অজ্ঞতাবশত অথবা কৃপণতার কারণে যাকাত আদায় না করে তাহলে সে কবিরা গুনাহগার হবে। তবে ইসলাম থেকে বের হবে না।

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাত ত্যাগকারী সম্পর্কে বলেন, অতঃপর তাকে তার পথ দেখানো হবে জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।
[মুসলিম, মিশকাত]

মহান আল্লাহ বলেন,
فَاِنۡ تَابُوۡا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوۡا سَبِيۡلَهُمۡ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ
'কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত ক্বায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'
[সুরা আত তাওবা, আয়াত ৫]

ইবনু ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল, আর সালাত ক্বায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। তার যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যাস্ত।
[বুখারি, মুসলিম, মিশকাত]

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে কুরাইশরা তাদের সম্পদের যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি মেষ শাবক যাকাত দিতেও অস্বীকৃতি জানায় যা আল্লাহর রাসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তারা দিত, তাহলে যাকাত না দেওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই যুদ্ধ করব।
[বুখারি, মিশকাত]

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে যখন আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন, তখন আরবদের কিছু লোক যাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। তখন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে স্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি তা স্বীকার করবে সে তার সম্পদ ও প্রাণ আমার হাত থেকে সংরক্ষিত করে নিবে। তবে ইসলামের অধিকার ব্যতীত। আর অন্য সবকিছুর হিসাব আল্লাহর কাছে রয়েছে। অতঃপর আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করবে আমি তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব। কারণ যাকাত হচ্ছে আল্লাহর সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি উটের গলার একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় দিত, তাহলে এ অস্বীকৃতির কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। ওমর

রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি দেখলাম আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কাজেই আমি বুঝতে পারলাম, আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল।
[বুখারি, মিশকাত]

যাকাত ত্যাগকারীর পরিণতি:

আল্লাহ মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং ভাল ও মন্দ উভয় পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। ভাল পথের অনুসারীদের জন্য জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত ও মন্দ পথের অনুসারীদের জন্য জাহান্নামের কঠিন আযাব নির্ধারণ করছেন।

জাকাত ত্যাগকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত:

আনাস ইবনু মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাকাত ত্যাগকারী কিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
[সহিহ তারগিব, সহিহুল জামে']

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান এবং বলেন, হে আয়েশা! এটা কি? আমি বললাম, হে রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য তা তৈরী করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এর যাকাত দাও? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল। তিনি বললেন, তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।
[আবু দাউদ, সহিহ তারগিব]

অনাদায়ী যাকাতের সম্পদকে আগুনে উত্তপ্ত করে শরীরে দাগানো হবেঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।
[সুরা আত তওবা, আয়াত ৩৪-৩৫]

অনাদায়ী যাকাতের সম্পদ বিষধর সাপে রূপান্তরিত হয়ে দংশন করতে থাকবেঃ

যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তার সম্পদকে টেকো মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্বে কামড়ে ধরে বলবে, আমিতোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করেছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকার হবে। অচিরেই কিয়ামত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করেছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে।
[বুখারি, মিশকাত;সুরা আল ইমরান, আয়াত ১৮০]

প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে উহার হক (যাকাত) আদায় করে না, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সে সমুদয়কে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাকে গরম করা হবে (তার সাথে এরূপ করা হবে) সে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তার এ শাস্তি চলতে থাকবে যতদিন তা বান্দাদের বিচার নিস্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে। হয় জান্নাতের দিকে না হয় জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হল, হে রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! উট সম্পর্কে কি হবে? রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে উটের মালিক তার হক আদায় করবে না আর তার হকসমূহের মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করা এবং অন্যদের দান করাও এক হক। কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাকে এক ধুধু ময়দানে উপড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল উট যার একটি বাচ্চাও সে সেই দিন হারাবে না; বরং সকলকে পূর্ণভাবে পাবে, তাকে তার ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে। এরূপ করা হবে সেই দিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তার এ শাস্তি চলতে থাকবে যতদিন না বান্দাদের বিচার নিস্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

অতপর জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গরু ছাগল সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক গরু ও ছাগলের মালিক যে তার হক আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তাকে এক ধুধু মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে, আর তার সে সকল গরু-ছাগল তাকে শিং মারতে থাকে এবং ক্ষুরের দ্বারা মাড়তে থাকবে, অথচ সে দিন তার কোন একটি গরু ছাগলই শিং বাঁকা, শিং হীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং একটি মাত্র গরু ছাগলকেও সে হারাবে না। যখনই তার প্রথম দল অতিক্রম করবে, তখনই শেষ দল উপস্থিত হবে। এরূপ করা হবে সেই দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তার এ শাস্তি চলতে থাকবে যতদিন না বান্দাদের বিচার নিস্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঘোড়া সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার। ঘোড়া কারো জন্য পাপের কারণ, কারো জন্য আবরণ স্বরূপ, আবার কারো জন্য ছওয়াবের বিষয়। ১. যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের কারণ, তা হল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে লোক দেখানো, গর্ব এবং মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে। এ ঘোড়া হল তার পাপের কারণ। ২. যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য আবরণ স্বরূপ তা হল সে ব্যক্তির ঘোড়া যে তাকে পালন করেছে আল্লাহর রাস্তায়, অতঃপর ভুলে যায়নি তার সম্পর্কে ও তার পিঠ সম্পর্কে আল্লাহর হক। এই ঘোড়া তার ইজ্জত সম্মানের জন্য আবরণ স্বরূপ। ৩. আর যে

ঘোড়া তার মালিকের জন্য ছওয়াবের কারণ, তা হল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে কোন চারণভূমিতে বা ঘাসের বাগানে শুধু আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের দেশ রক্ষার জন্য। তখন তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানোর যা কিছু খাবে, তার পরিমাণ তার জন্য নেকি লিখা হবে এবং লিখা হবে গোবর ও পেশাব পরিমাণ নেকি। আর যদি তা আপন রশি ছিড়ে একটি বা দুটি মাঠও বিচরণ করে, তাহলে নিশ্চয়ই উহার পদচিহ্ন ও গোবরসমূহ পরিমাণ নেকি লিখা হবে। এছাড়া মালিক যদি উক্ত ঘোড়াকে কোন নদীর কিনারে নিয়ে যা, আর তা নদী হতে পানি পান করে, অথচ মালিকের ইচ্ছা ছিল না পানি পান করাতে, তথাপি তার পানি পান পরিমাণ নেকি তার জন্য লিখা হবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গাধা সম্পর্কে কি হবে? তিনি বললেন, গাধার বিষয়ে আমার প্রতি কিছু নাযিল হয়নি। এই স্বতন্ত্র ও ব্যাপকার্থক আয়াতটি ব্যতিত, যে ব্যক্তি এক অনু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, সে তার নেক ফল পাবে, আর যে এক অনু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তার মন্দ ফল ভোগ করবে (অর্থাৎ গাধার জাকাত দিলে তারও ছওয়াব পাওয়া যাবে।
[মুসলিম, মিশকাত; সুরা আল যিলযাল, আয়াত ৭-৮]

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ:

আল্লাহ মানব জাতির জন্য ইসলামকে একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনীত করে ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান জানিয়ে দিয়েছেন; যার অন্যতম হল যাকাত। কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ মুসলমানদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন।

সহিহ নিয়ত করা:

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সে দিকেই গণ্য হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে।
[বুখারি]

উল্লেখিত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেকটি আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অতএব একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিচিত্তে খালেছ নিয়তে সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন আনুষ্ঠানিকতা অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে তা শিরকে পরিণত হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ

'হে মু'মিনগণ! দানের কথা বলে বেড়িয়ে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিস্ফল কর না যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর উহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত উহাকে পরিষ্কার করে দেয়। তারা যা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।'

[সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৬৪]

মাহমুদ ইবনু লাবিদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশি ভয় করি ছোট শিরকের। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ছোট শিরক কি? তিনি বললেন, লোক দেখানো আমল করা।

[মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত, আলবানী, সিলসিলা সহিহাহ]

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন রিয়াকারীদের মধ্যে প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে এবং আল্লাহ তাকে তার দেওয়া আপন নেয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন আর সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ নেয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কি কাজ করেছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার পথে আমি কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি যুদ্ধ করেছ এই উদ্দেশ্যে যে, যাতে তোমাকে বীরপুরুষ বলা হয়, আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে সেই লোক, ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন পড়েছে ও অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে। প্রথমে আল্লাহ তাকে তার দেওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এসব নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ কি করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি ও অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পড়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এই জন্য ইলম শিক্ষা করেছিলে যাতে তোমাকে আলেম বলা হয় এবং এই জন্য কুরআন পড়েছিলে যাতে তোমাকে ক্বারী বলা হয়, আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর

ফেরেশতাদেরকে তার সম্পর্কে হুকুম করা হবে; সুতরাং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, যার রিযিক আল্লাহ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে সব রকমের সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হবে। আল্লাহ প্রথমে তাকে তার দেওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, আর সেও তা স্মরণ করবে। এরপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি এসবের কৃতজ্ঞতায় কি করেছ? সে বলবে, এমন সব রাস্তা যাতে দান করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে এতে তোমার সন্তুষ্টির জন্য দান করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি এ উদ্দেশ্যে দান করেছিলে যাতে তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে তার সম্পর্কে হুকুম করা হবে; সুতরাং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।
[মুসলিম, মিশকাত]

স্বাধীন হওয়াঃ

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে। কোন দাসের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা দাস সম্পদের মালিক হতে পারে না।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাদাকাতুল ফিতর ব্যতীত ক্রীতদাসের উপর কোন সাদাকাহ (যাকাত) নেই।
[মুসলিম, মিশকাত]

অন্যত্র রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ গোলাম বা দাস বিক্রয় করে এবং তার দাসের সম্পদ থাকে, তবে সে সম্পদ হবে বিক্রেতার। কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে তাহলে তা হবে তার ক্রেতার।
[বুখারি]

মুসলিম হওয়াঃ

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কোন কাফেরের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা যাকাত হল পবিত্রকারী। কাফেরগণ বাহ্যিকভাবে পবিত্র মনে হলেও শিরক ও কুফরীর কারণে তাদের অন্তর অপবিত্র। যদি তারা পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ দান করে তবুও তারা পবিত্র হতে পারবে না।

এছাড়া যাকাত হল ইসলামের অন্যতম একটি ইবাদত। আর কাফেরদের কোন ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,
وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍۢ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءًۭ مَّنثُورًا
'আমি তাদের (কাফিরদের) কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ্য করব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকনায় পরিণত করব।'
[সুরা ফুরকান, আয়াত ২৩]

মহান আল্লাহ আরও বলেন,
وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَـٰرِهُونَ
'তাদের (কাফিরদের) দান গ্রহণ করা নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তার রাসুলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সাথে উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে দান করে।'
[সুরা আত তাওবা, আয়াত ৫৪]

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়াঃ

ইসলামী শরিয়াত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ সম্পদ হলেই কেবল যাকাত ওয়াজিব। এর চেয়ে কম হলে যাকাত ওয়াজিব নয়।

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত নেই এবং পাঁচটির কম উটের যাকাত নেই। এমনিভাবে পাঁচ আওকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যেরও জাকাত নেই।
[বুখারি, মুসলিম, মিশকাত]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক চল্লিশটি ছাগলের যাকাত হল একটি ছাগল।
[আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, আলবানী]

ওয়াসাকঃ

১ ওয়াসাক সমান ৬০ ছা। অতএব ৫ ওয়াসাক সমান ৬০×৫=৩০০ ছা। ১ ছা সমান ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হলে ৩০০ ছা সমান ৩০০×২.৫=৭৫০ কেজি হয়। অর্থাৎ ১৮ মন ৩০ কেজি। এই পরিমাণ শস্য বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হলে ১০ ভাগের ১ ভাগ, আর নিজে পানি সেচ দিয়ে উৎপাদন করলে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরজ।

আওকিয়াঃ

১ আওকিয়া সমান ৪০ দিরহাম। অতএব ৫ আওকিয়া সমান ৪০×৫=২০০ দিরহাম। রৌপ্যের ক্ষেত্রে যার পরিমাণ হয় ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য। আর স্বর্ণের ক্ষেত্রে পরিমাণ হবে ১ দীনার সমান ১০ দিরহাম হলে ২০০ দিরহাম সমান ২০০÷১০=২০ দীনার। ১ দীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ হলে ২০ দীনার সমান ২০×৪.২৫=৮৫ গ্রাম স্বর্ণ। উল্লেখিত পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য এক চন্দ্র বছর যাবৎ কারো মালিকানায় থাকলে অথবা এ পরিমাণ স্বর্ণ রৌপ্যের বিক্রয়মূল্য পরিমাণ টাকা এক চন্দ্র বছর যাবৎ কারো মালিকানায় থাকলে তার উপর শতকরা ২.৫ যাকাত ফরয।

সম্পদের পূর্ণ মালিক হওয়াঃ

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে সম্পদের পূর্ণ মালিক হতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,
خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً
‘তাদের সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ করবে।’
[সুরা আত তাওবা, আয়াত ১০৩]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,
وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
এবং যাদের ধন সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত হক।
[সুরা মা’আরিজ, আয়াত ২৪]

পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়াঃ

নিসাব পরিমাণ সম্পদ মালিকের নিকট পূর্ণ এক চন্দ্র বছর মওজুদ থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ। এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কিছু অংশ ব্যয় হয়ে গেলে তার উপর যাকাত ফরয নয়।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আমি রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, পূর্ণ এক বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সম্পদের যাকাত নেই।
[আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, আলবানী]

ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্পদ অর্জন করে, তাহলে উক্ত সম্পদ তার মালিকানায় এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার রবের নিকটে যাকাত ফরজ বলে গণ্য হবে না।
[তিরমিযি, মিশকাত, আলবানী]

যে সকল মালের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়ঃ

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য যেসব মালে পূর্ণ এক চন্দ্র বছর মালিকানার শর্তারোপ করা হয়েছে এবং যেসব মালে করা হয়নি, এ দুটির মধ্যে পার্থক্য হল, বর্ধনশীল ও অবর্ধনশীল হওয়া। অর্থাৎ, বর্ধনশীল মালের যাকাত ফরয হওয়ার জন্য পূর্ণ এক চন্দ্র বছর মালিকানায় থাকা শর্ত। আর অবর্ধনশীল মাল পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা শর্ত নয়। যেমনঃ

মাটি থেকে উৎপন্ন শস্য ও ফলঃ

যে সকল শস্য ও ফল মাটি থেকে উৎপন্ন হয় সেগুলোর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। বরং শস্য কর্তনের পরেই তা নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিতে হবে। কেননা শস্য কর্তনের পরে তা বৃদ্ধি হয় না। বরং তা পর্যায়ক্রমে কমে যায়।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنۡشَاَ جَنّٰتٍ مَّعۡرُوۡشٰتٍ وَّغَيۡرَ مَعۡرُوۡشٰتٍ وَّالنَّخۡلَ وَالزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيۡتُوۡنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيۡرَ مُتَشَابِهٍ‌ ؕ كُلُوۡا مِنۡ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثۡمَرَ وَاٰتُوۡا حَقَّهٗ يَوۡمَ حَصَادِهٖ‌ ‌ۖ وَلَا تُسۡرِفُوۡا‌ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ۙ

'তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- এগুলো একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না।

[সুরা আনআম, আয়াত ১৪১]

অনুরূপভাবে গবাদি পশুর বাচ্চা ও ব্যবসায়িক মালের লভ্যাংশের যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য পূর্ণ এক বছর মালিকানায় থাকা শর্ত নয়। বরং এটা তার মূলের অনুসরণ করবে। অর্থাৎ গবাদি পশুর বাচ্চা তা মায়ের হিসাবের অন্তর্ভূক্ত হবে এবং ব্যবসায়িক মালের লভ্যাংশ তার মূলধনের সাথে হিসেব হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে পশু পালনকারীদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বয়স এক বছর পূর্ণ হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করতে বলেননি।

[মুসলিম]

বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায়ের হুকুমঃ

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হল, পূর্ণ এক চন্দ্র বছর অতিবাহিত হওয়া। কিন্তু এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় করলে তার উপর অর্পিত ওয়াজিব আদায় হবে কিনা? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরমের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে সহিহ মত হল, এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করলে তার উপর অর্পিত ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

আলী ইবনু আবী তালিব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

[আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনু মাজাহ, মিশকাত]

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মালের যাকাত নেই।

[তিরমিযি, ইবনু মাজাহ]

এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায়কে নিষিদ্ধ করেননি। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ, এক বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় যাবে। উক্ত ওয়াজিব আদায় না করলে সে পাপী হবে। কিন্তু যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়ের পূর্বে আদায় করা জায়েয।

যদি বলা হয় যে, সালাত যেমন সময়ের পূর্বে আদায় করলে সহিহ হয় না, যাকাত তেমন এক বছর পূর্ণ না হলেও সহিহ হয় না। তাহলে বলা হবে যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে এক ইবাদত অন্য ইবাদতের উপর কিয়াস করা বৈধ নয়।
[আবু মালেক কামাল বিন সায়্যেদ সালেম, সহিহ ফিক্বহুস সুন্নাহ]

কেননা সালাত সহিহ হওয়ার জন্য সালাতের সময় হওয়া শর্ত; কিন্তু যাকাত সহিহ হওয়ার জন্য এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়; বরং যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত।

এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিসাব পরিমাণ মালের কিছু অংশ ব্যয় হয়ে গেলে অথবা বিক্রি করে দিলে তার হুকুমঃ

কারো নিকট ৪০টি ছাগল অথবা ৭.৫০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে। কিন্তু এক চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে একটি ছাগল অথবা স্বর্ণের কিছু অংশ বিক্রি করে দিল। ফলে তার মালিকানায় নিসাব পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বছর থাকল না। এক্ষেত্রে তার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা নিসাব পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বছর তার মালিকানায় ছিল না। তবে যাকাত দেওয়ার ভয়ে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কিছু মাল বিক্রি করার কৌশল অবলম্বন করা জায়েয নয়। রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে।

কোন দরিদ্রকে প্রদানকৃত ঋণের টাকা সে পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তা ফেরত না দিয়ে যাকাতের টাকা বাদ দেওয়ার হুকুম

যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করা হয়। আর সে তা পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে, তাহলে তা ফেরত না নিয়ে যাকাতের টাকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে। কেননা সে ঋণগ্রস্ত। আর আল্লাহ যাকাত বন্টনের যে ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার অর্ন্তভূক্ত।

যে সকল মালের যাকাত ফরয:

মহান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ধন সম্পদ দান করেছেন এবং সেই সম্পদের কিছু অংশ গরীবদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তবে সকল সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেননি। বরং পাঁচ প্রকার মালের যাকাত আদায় করার নির্দেশ এসেছে। যা নিম্নরূপ:

গৃহপালিত পশু:

কারো নিকট গৃহপালিত পশু নিসাব পরিমাণ থাকলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয। আর তা হল- উট, গরু, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা।

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক উট, গরু ও ছাগলের অধিকারী ব্যক্তি যে তার যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তাদেরকে আনা হবে বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে তাদের ক্ষুর দ্বারা এবং মারতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যাবৎ না মানুষের বিচার ফায়ছালা শেষ হয়ে যায়।

স্বর্ণ ও রৌপ্য:

কারো নিকট নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলে অথবা এর সমপরিমাণ অর্থ থাকলে তার উপর যাকাত ফরয।

মহান আল্লাহ বলেন,
وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ
يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ
'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে এটা তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করতে। সুতরাং তোমরা যা সঞ্চয় করেছিলে তা আস্বাদন কর।
[সুরা আত তাওবা, আয়াত ৩৪-৩৫]

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সে সমুদয়কে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাকে গরম করা হবে (তার সাথে এরূপ করা হবে) সে দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিস্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।
[মুসলিম, মিশকাত]

ব্যবসায়িক মালঃ

যে সকল মাল লাভের আশায় ক্রয় বিক্রয় করা হয় সে সকল মালের যাকাত ফরয।

মহান আল্লাহ বলেন,
يَـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡفِقُوۡا مِنۡ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّاۤ اَخۡرَجۡنَا لَـكُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ ‌ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الۡخَبِيۡثَ مِنۡهُ تُنۡفِقُوۡنَ وَلَسۡتُمۡ بِاٰخِذِيۡهِ اِلَّاۤ اَنۡ تُغۡمِضُوۡا فِيۡهِ‌ؕ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيۡدٌ
'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ঠ তা ব্যয় কর এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রসংশিত।'
[সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৬৭]

অত্র আয়াতে মা কাসাবতুম অর্থাৎ তোমরা যা উপার্জন কর দ্বারা ব্যবসায়িক মালকে বুঝানো হয়েছে।

শস্য ও ফলঃ

অর্থাৎ যে সকল শস্য ও ফল গুদামজাত করা যায় এবং ওজনে বিক্রি হয় সে সকল শস্য ও ফলের যাকাত ফরয। যেমন- গম, যব, খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِىٓ اَنۡشَاَ جَنّٰتٍ مَّعۡرُوۡشٰتٍ وَّغَيۡرَ مَعۡرُوۡشٰتٍ وَّالنَّخۡلَ وَالزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيۡتُوۡنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيۡرَ مُتَشَابِهٍ‌ ؕ كُلُوۡا مِنۡ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثۡمَرَ وَاٰتُوۡا حَقَّهٗ يَوۡمَ حَصَادِهٖ‌ ۖ وَلَا تُسۡرِفُوۡا‌ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ▪

'তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- এগুলি একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার (যাকাত) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না।'

[সুরা আনআম, আয়াত ১৪১]

রাসুলুল্লাহ স্বলাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা নালার পানিতে উৎপন্ন ফসলের উপর ওশর (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ ওশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব।

[বুখারি, মিশকাত]

খনিজ ও মাটির ভেতরে লুক্কায়িত সম্পদ

খনিজ সম্পদ যা আল্লাহ মানুষের জন্য সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখেছেন। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ইত্যাদি। আর পূর্ববর্তী যুগের মানুষের রাখা সম্পদ, যা মানুষ মাটির ভেতরে পেয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَنۡفِقُوۡا مِنۡ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّاۤ اَخۡرَجۡنَا لَـكُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ

হে মুমনিগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।

[সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৬৭]

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, চতুস্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত। কূপ (খননের শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাজে (মানুষের লুক্কায়িত সম্পদ) এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

[বুখারি, মুসলিম, মিশকাত]

প্রদানকৃত ঋণের যাকাতঃ

কোন ব্যক্তি কাউকে ঋণ প্রদান করলে এবং তা এক চন্দ্র বছর অতিক্রম করলে উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে সহিহ মত হল, যদি প্রদানকৃত ঋণের টাকা সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে তবে তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা না থাকে, তবে হাতে না পাওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করতে হবে না। এমন সম্পদ অনেক বছর পরে হাতে আসলেও মাত্র এক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে।
[ফিকহুস সুন্নাহ]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যাকাতের হুকুমঃ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাত আদায়ের পূর্বে তার ঋণ পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত আদায় করবে।

ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,এটি (রামযান) যাকাতের মাস। অতএব যদি কারো উপর ঋণ থাকে তাহলে সে যেন প্রথমে ঋণ পরিশোধ করে। এরপর অবশিষ্ট সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে সে তার যাকাত আদায় করবে। আর যদি ঋণ পরিশোধ না করে তার নিকট গচ্ছিত রাখে, তাহলে যাকাতযোগ্য সব সম্পদের উপরই যাকাত আদায় করা ফরয।
[মুয়াত্তা মালেক, আলবানী]

মহান আল্লাহ বলেন,
خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيۡهِمۡ بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡ
‘তাদের সম্পদ হতে সাদাকাহ (যাকাত) গ্রহণ করবে। যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।’
[সুরা আত তাওবা, আয়াত ১০৩]

ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্পদ অর্জন করে, তাহলে উক্ত সম্পদ তার মালিকানায় এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার রবের নিকটে যাকাত ফরয বলে গণ্য হবে না।
[তিরমিযি, মিশকাত, আলবানী]

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনু জাবাল রাদিআল্লাহু আনহুকে ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে বললেন, তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তাদের উপর তাদের সম্পদের মধ্য থেকে সাদাকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন। যেটা তাদের ধনীদের নিকট থেকে গৃহীত হবে আর তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে।
[বুখারি, মুসলিম]

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা নালার পানিতে উৎপন্ন ফসলের উপর ওশর (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ ওশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব।
[বুখারি, মিশকাত]

উল্লেখিত দলিলসমূহে যাকাত আদায়ের সাধারণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে ঋণগস্ত ব্যক্তিকে পৃথক করা হয়নি। এছাড়াও রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে কৃষক ও পশুপালনকারীদের নিকটে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠাতেন। কিন্তু কখনই তিনি ঋণের কথা জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দেননি। বরং নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী সকল বৃক্তির নিকট থেকেই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা ঋণ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, মালের সাথে নয়। অর্থাৎ সম্পদ থাকুক বা না থাকুক তার উপর ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যাকাত মালের সাথে সম্পর্কিত, ব্যক্তির সাথে নয়। অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ মাল থাকলেই কেবল তার উপর যাকাত ফরয, অন্যথায় ফরয নয়।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরে তা আদায়ের পূর্বে মালিক মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুমঃ

কোন ব্যক্তির নিকট নিসাব পরিমাণ মাল এক বছর যাবৎ গচ্ছিত রয়েছে, যার উপর এখন যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বেই মালিক মুত্যুবরণ করলে পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার উপর ওয়াজিব হওয়া যাকাত আদায় করতে হবে। যাকাত আদায়ের পূর্বে ওয়ারিছগণ উক্ত সম্পদের কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা যাকাত ঋণের অর্ন্তভূক্ত, যা পরিশোধ করা ওয়াজিব।

ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, আমার বোন হজ্জ করতে মানত করেছিলেন, কিন্তু তা আদায় করার পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার বোনের উপর কারো ঋণ থাকলে তুমি কি আদায় করতে? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে আল্লাহর ঋণ আদায় কর। এটা আদায়ের অধিক হকদার।
[বুখারি, মিশকাত]

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরে তা আদায়ের পূর্বে নষ্ট বা হারিয়ে গেলে তার হুকুমঃ

কোন ব্যক্তির নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকায় তার উপর যাকাত ওয়াজিব। কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বেই তা নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে তার উপর উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব কি না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে সহিহ মত হল, যদি তার অবহেলা বা অসতর্কতার কারণে নষ্ট বা হারিয়ে যায়, তাহলে তার উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি সতর্কতার সাথে সংরক্ষণের পরেও তা নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায় তাহলে তার উপর যাকাত আদায় ওয়াজিব নয়।
[ছালেহ আল ওছায়মীন, ইবনু কুদামা]

যাকাতের নির্দিষ্ট অংশ বের করার পরে তা হকদারের নিকট পৌছানোর পূর্বে নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে তার হুকুমঃ

নিসাব পরিমাণ মাল হতে যাকাতের নির্দিষ্ট অংশ পৃথক করার পরে তার অধিকারী ব্যক্তিদের নিকট পৌছানোর পূর্বে নষ্ট বা হারিয়ে গেলে তাকে পুনরায় বাকী সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করতে হবে কি-না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সহিহ মত হল, যদি যাকাতের নির্দিষ্ট অংশ বের করার পরে তার হকদারদের নিকট পৌছাতে অনেক দেরি করে এবং তা অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখার কারণে নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায় তাহলে তাকে পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে। আর সতর্কতার পরেও নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে তাকে যাকাত আদায় করতে হবে না।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরে তা আদায়ের পূর্বে বিক্রি করলে তার হুকুমঃ

কোন ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু যাকাত আদায়ের পূর্বেই তা বিক্রি করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিক্রয় বৈধ হবে কি-না? আর কার উপর উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সহিহ মত হল, উক্ত বিক্রয় বৈধ। তবে বিক্রেতার উপর উক্ত সম্পদের যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ, অবশ্যই তাকে উক্ত বিক্রয়কৃত সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে।

ঋণগ্রস্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক মৃত্যুবরণ করলে কোনটি আগে আদায় করবে?

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যার উপর যাকাত ওয়াজিব, এরূপ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিসগণ তার পরিত্যাক্ত সম্পদ থেকে প্রথমে যাকাত অদায় করবে, না প্রথমে ঋণ পরিশোধ করবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে সহিহ মত হল, ঋণ ও যাকাত উভয়টিকেই সমান মর্যাদায় রাখতে হবে। অর্থাৎ, কারো যদি ১০০ টাকা ঋণ ও ১০০ টাকা যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ যদি ১০০ টাকা হয়। তাহলে ৫০ টাকা ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আর ৫০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর ঋণ আদায় কর। এটা আদায়ের অধিক হকদার।
[বুখারি, মিশকাত]

যাকাতের নির্দিষ্ট অংশের চেয়ে বেশি দান করার হুকুমঃ

যাকাতের নির্দিষ্ট অংশের চেয়ে বেশি পরিমাণ দান করা জায়েয এবং এই অতিরিক্ত দানের জন্য অতিরিক্ত নেকি অর্জিত হবে।

উবাই ইবনু কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন। আমি এক ব্যক্তির নিকট পৌছলাম, সে আমার সামনে তার সম্পদ উপস্থিত করল। তার যে সম্পদ ছিল তাতে তার উপর একটি এক বছর বয়সের উট যাকাত ফরয ছিল। আমি বললাম, এক বছরের একটি উষ্ট্রি দিয়ে দাও। সে বলল, সে তো দুধও দিবে না এবং তার পিঠে আরোহণ করাও যাবে না। কাজেই আমার এই যৌবনে পদার্পণকারী মোটা তাজা উষ্ট্রিটিই গ্রহণ করুন। তখন আমি বললাম, আমি রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি ছাড়া এটি গ্রহণ করতে পারব না। তবে রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার থেকে নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করছেন। তুমি যদি চাও তাহলে তুমি তোমার যে উষ্ট্রিটি আমার নিকট পেশ করছিলে তা রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশ করতে পার। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন তাহলে আমিও তা গ্রহণ করব। আর যদি তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে আমিও তা প্রত্যাখ্যান করব। সে বলল, আমি তা রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পেশ করব। অতঃপর যে উষ্ট্রিটি সে আমার নিকট পেশ করছিল সে উষ্ট্রিটি নিয়ে আমার সাথে রওনা দিল। এমনকি রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌছে গেলাম। তখন সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার নিয়োজিত যাকাত আদায়কারী আমার কাছে যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এসেছিল। আর আল্লাহর শপথ! ইতিপূর্বে আপনার পক্ষ থেকে কেউ আমার নিকট যাকাত আদায়ের জন্য আসেনি। আমি তার সামনে আমার সম্পদ পেশ করলাম। তখন তিনি বললেন, আমার উপর একটি এক বছরের উষ্ট্রি যাকাত ফরয অথচ সেটি দুধও দিবে না এবং তার পিঠে আরোহণও করা যাবে না। আমি তার নিকট যৌবনে পদার্পণকারী মোটা তাজা উষ্ট্রি গ্রহণ করার জন্য পেশ করলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আর এই হচ্ছে সেই উষ্ট্রি যা আমি আপনার নিকট নিয়ে এসেছি, আপনি তা গ্রহণ করুন। রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার উপর ফরয ছিল তাই যা সে বলেছে। কিন্তু যদি তুমি নিজের খুশিতে ভাল করাজ করতে চাও তাহলে আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। আর আমরাও তা গ্রহণ করব। সে বলল, এই হচ্ছে সেই উষ্ট্রি যা আপনার নিকট নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি তা গ্রহণ করুন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন এবং তার সম্পদের বরকতের জন্য দোআ করলেন।
[আবু দাউদ, সহিহ ইবনু খাযায়মাহ, আলবানী]

কিরূপ সম্পদ দ্বারা যাকাত আদায় করা উচিত?

যার নিকটে যে মানের সম্পদ বিদ্যমান সে ব্যক্তি সে মানের সম্পদই যাকাত হিসাবে প্রদান করবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, তার নিকট একই প্রকারের বিভিন্ন মানের সম্পদ রয়েছে তাহলে সে যাকাত হিসেবে মধ্যম মানের সম্পদ দান করবে।

ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআয ইবনু জাবাল রাদিআল্লাহু আনহুকে শাসনকর্তা হিসেবে ইয়ামেনে পাঠালেন, তখন বলেছিলেন, তুমি আহলে কিতাব লোকদের নিকট যাচ্ছ। সেহেতু তাদের আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিবে। যখন তারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে, তখন তুমি তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ দিন রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যখন তারা তা আদায় করতে থাকবে, তখন তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। যখন তারা এর অনুসরণ করবে তখন তাদের হতে তা গ্রহণ করবে এবং লোকদের উত্তম মাল গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে।
[বুখারি, মুসলিম]

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহ তার রাসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যাকাতের যে বিধান দিয়েছেন তা আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তার (আনাস) নিকট লিখে পাঠান। তাতে রয়েছে, অধিক বয়সের দাঁত পড়া বৃদ্ধ ও ত্রুটিযুক্ত বকরী এবং পাঠা যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। তবে যাকাত প্রদানকারী ইচ্ছা করলে পাঠা দিতে পারেন।
[বুখারি, মিশকাত]

যাকাতের সম্পদ আত্মসাৎকারীর পরিণামঃ

যাকাতের সম্পদ আত্মসাৎকারী ক্বিয়ামতের দিন তার সেই সম্পদ কাঁধে নিয়ে উপস্থিত হবে।

উবাদাহ ইবনু ছাবেত রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন। অতঃপর বললেন, হে আবুল ওয়ালীদ! যাকাতের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। ক্বিয়ামতের দিন এমন অবস্থা যেন না আসে যে, তুমি কাঁধের উপর উট বহন করবে যা শব্দ করতে থাকবে অথবা গাভী বহন করবে যা শব্দ করবে অথবা ছাগল বহন করবে যা শব্দ করবে। উবাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যাকাতের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য কি এরূপ হবে? তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। এটাই হবে পরিণতি। তখন উবাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি এরূপ যাকাত আদায়ের কাজ কখনো করব না।
[সহিহ তারগিব, সিলসিলা সহিহাহ]

সা'দ ইবনু উবাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, যাও অমুক গোত্রের যাকাত আদায় করে নিয়ে আস। আর মনে রেখ, ক্বিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় যেন প্রত্যাবর্তন না কর যে, তুমি কাঁধের উপর কিংবা পিঠের উট বহন করবে যা শব্দ করতে থাকবে। সাদ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন, তিনি তাকে অব্যাহতি দিয়ে দিলেন।
[মুসনাদে আহমাদ, সহিহ তারগিব]

টপিক ৫: গৃহপালিত পশুর যাকাত

বিভিন্ন প্রকার পশুর মধ্যে আল্লাহ কেবলমাত্র উট, গরু ও ছাগলের যাকাত ফরয করেছেন। মহিষ গরুর অর্ন্তভূক্ত এবং ভেড়া ও দুম্বা ছাগলের অর্ন্তভূক্ত।

আবু যার রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক উট, গরু ও ছাগলের অধিকারী ব্যক্তি যে তার যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তাদের আনা হবে বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে তাদের ক্ষুর দ্বারা এবং মারতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যাবৎ না মানুষের বিচার ফায়ছালা শেষ হয়ে যায়।
[বুখারি, মুসলিম, মিশকাত]

গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ:

নিসাব পরিমাণ হওয়া:

গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য ইসলামী শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত নিসাব সংখ্যক পশুর মালিক হতে হবে। আর তা হল, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ৪০টি, গরু ৩০টি এবং উট ৫টি। উল্লেখিত সংখ্যা হতে কম হলে তার উপর যাকাত ফরয নয়।

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাঁচের কম সংখ্যক উটের যাকাত নেই।
[বুখারি, মুসলিম]

মুআয ইবনু জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমাকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, গরুর যাকাতে প্রত্যেক ৪০টিতে একটি মুসিন্নাহ (দু বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পর্দাপণকারী গরু) এবং প্রত্যেক ৩০টিতে একটি তাবী অথবা তাবিআহ (এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু) গ্রহণ করবে।
[তিরমিযি, নাসাই, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, আলবানী]

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কারো গৃহপালিত ছাগলের সংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই।
[বুখারি, মিশকাত]

পূর্ণ এক চন্দ্র বছর মালিকানায় থাকা:

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, পূর্ণ এক বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সম্পদের যাকাত নেই।
[আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনু মাজাহ, আলবানী]

তবে গৃহপালিত পশুর বাচ্চা তার মায়ের হিসাবের অর্ন্তভূক্ত হবে না। অর্থাৎ বছরে একবার গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায় করা হবে। আর আদায়ের সময় বাচ্চা মায়ের হিসাবের অন্তর্ভূক্ত হবে।

সায়েমা তথা বিচরণশীল হতে হবে:

যে পশু বছরের অধিকাংশ সময় নিজেই বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে তাকে সায়েমা বলা হয়। অতএব বছরের অধিকাংশ সময় মালিক নিজে খাদ্য সংগ্রহ করে পশুকে খাওয়ালে সে পশুর উপর যাকাত ফরয নয়।

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিচরণশীল ছাগলের যাকাতে চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি করে ছাগল।
[বুখারি, মিশকাত]

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিচরণশীল প্রত্যেক চল্লিশটি উটে একটি বিনতু লাবুন (দুই বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পদার্পনকারী উট)।
[নাসাঈ, আলবানী]

গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ের নিয়ম:

আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু আনাস রাদিআল্লাহু আনহুকে বাহরাইনের উদ্দেশ্যে পেরণকালে গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে তাকে লিখে দিয়েছিলেন যে, ২৪টি ও তার চেয়ে কম সংখ্যক উটের যাকাত ছাগল দ্বারা আদায় করবে। প্রত্যেক ৫টি উটে ১টি ছাগল এবং উটের সংখ্যা ২৫টি হতে ৩৫টি পর্যন্ত হলে ১টি মাদী বিনতু মাখায। ৩৬টি হতে ৪৫টি পর্যন্ত ১টি মাদী বিনতু লাবুন। ৪৬টি হতে ৬০টি পর্যন্ত ১টি হিক্কাহ। ৬১টি হতে ৭৫টি পর্যন্ত ১টি জাযআহ। ৭৬টি হতে ৯০টি পর্যন্ত ২টি বিনতু লাবুন। ৯১টি হতে ১২০টি পর্যন্ত ২টি হিক্কাহ। আর ১২০টির বেশি হলে অতিরিক্ত প্রতি ৪০টিতে ১টি করে বিনতু লাবুন এবং অতিরিক্ত ৫০টিতে ১টি করে হিক্কাহ। যার ৪টির বেশি উট নেই, তার উপর কোন যাকাত নেই। তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে। কিন্তু যখন ৫টিতে পৌছবে তখন তার উপর ১টি ছাগল যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

আর ছাগলের ক্ষেত্রে গৃহপালিত ছাগল ৪০টি হতে ১২০টি পর্যন্ত ১টি ছাগল। এর বেশি হলে ২০০টি পর্যন্ত ২টি ছাগল। ২০০-এর অধিক হলে ৩০০টি পর্যন্ত ৩টি ছাগল। ৩০০-এর অধিক হলে প্রতি ১০০টিতে ১টি করে ছাগল যাকাত দিবে। কারো গৃহপালিত ছাগলের সংখ্যা ৪০টি হতে ১টিও কম হলে তার উপর যাকাত নেই। তবে স্বেচ্ছায় দান করতে চাইলে করতে পারে।
[বুখারি, মিশকাত]

ছাগলের যাকাত:

নিসাব	সংখ্যা		যাকাতের পরিমাণ
৪০টি(এর কম হলে যাকাত ফরয নয়।)	থেকে	পর্যন্ত	
	৪০	১২০	১টি ছাগল
	১২১	২০০	২টি ছাগল
	২০১	৩০০	৩টি ছাগল
	এর পরে প্রত্যেক ১০০ ছাগলে ১টি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে।		

ঘোড়ার যাকাত:

কুরআন ও সহিহ হাদিস দ্বারা যেসব পশুর যাকাত আদায় করা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে, ঘোড়া তার অর্ন্তভূক্ত নয়। এছাড়াও রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়ার যাকাত আদায় করতে হবে না বলে উল্লেখ করেছেন।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের উপর তাদের গোলাম ও ঘোড়ার যাকাত নেই।
[বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনু মাজাহ, মিশকাত]

উল্লেখ্য, প্রত্যেক ঘোড়ার ১ দীনার অথবা ২০ দিরহাম যাকাত দিতে হবে বলে যে হাদিস রয়েছে তা যঈফ।
[নায়লুল আওতার]

গরুর যাকাতঃ

নিসাব	সংখ্যা		যাকাতের পরিমাণ
৩০টি(এর কম হলে যাকাত ফরয নয়।)	থেকে	পর্যন্ত	
	৩০	৩৯	তাবি'/ তাবি'আহ (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু)
	৪০	৫৯	মুসিন্নাহ (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু)
	৬০	৬৯	২টি তাবি'/ তাবি'আহ
	৭০	৭৯	১টি তাবি'/ তাবি'আহ ও ১টি মুসিন্নাহ
	৮০	৮৯	২টি মুসিন্নাহ
	৯০	৯৯	৩টি তাবি'/ তাবি'আহ
	১০০	১০৯	২টি তাবি'/ তাবিআহ ও ১টি মুসিন্নাহ
	এর পরে প্রত্যেক ৩০টি গরুতে ১টি তাবি' অথবা তাবি'আহ এবং প্রত্যেক ৪০টি গরুর বিনিময়ে ১টি মুসিন্নাহ যাকাত দিতে হবে।		

মহিষের যাকাতঃ

মহিষ ও গরু একই জাতবিশিষ্ট পশু এতে সকল বিদ্বান ঐক্যমত পোষণ করেছেন। হাসান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, মহিষ গরুর স্থলাভিষিক্ত।
[মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা , মিরআত]

অতএব নিসাব পরিমাণ গরুর মালিকের উপর যেমন যাকাত ফরয, তেমনি নিসাব পরিমাণ মহিষের মালিকের উপরেও যাকাত ফরয। আর গরু ও মহিষের নিসাব একই।

উটের যাকাত:

নিসাব	সংখ্যা		যাকাতের পরিমাণ
	থেকে	পর্যন্ত	
৫টি(এর কম হলে যাকাত ফরয নয়।)	৫	৯	১টি ছাগল
	১০	১৪	২টি ছাগল
	১৫	১৯	৩টি ছাগল
	২০	২৪	৪টি ছাগল
	২৫	৩৫	বিনতু মাখায (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৩৬	৪৫	বিনতু লাবুন (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৪৬	৬০	হিক্কাহ (চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৬১	৭৫	জাযআহ (পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি)
	৭৬	৯০	২টি বিনতু লাবুন
	৯১	১২০	২টি হিক্কাহ
	উটের সংখ্যা ১২০টির বেশি হলে প্রত্যেক ৪০টিতে একটি বিনতু লাবুন এবং প্রত্যেক ৫০টিতে একটি হিক্কাহ যাকাত দিবে।		
	১২১	১২৯	৩টি বিনতু লাবুন
	১৩০	১৩৯	১টি হিক্কাহ ও ২টি বিনতু লাবুন
	১৪০	১৪৯	২টি হিক্কাহ ও ১টি বিনতু লাবুন
	১৫০	১৫৯	৩টি হিক্কাহ
	১৬০	১৬৯	৪টি বিনতু লাবুন
	১৭০	১৭৯	৩টি বিনতু লাবুন ও ১টি হিক্কাহ
	১৮০	১৮৯	২টি হিক্কাহ ও ২টি বিনতু লাবুন
	১৯০	১৯৯	৩টি হিক্কাহ ও ১টি বিনতু লাবুন
	২০০	২০৯	৪টি হিক্কাহ ও ৫টি বিনতু লাবুন

গৃহপালিত পশুর যাকাত আদায়ে কতিপয় লক্ষণীয় বিষয়:

গৃহপালিত পশুর মালিক যাকাত বাবদ যা দিবে এবং যাকাত আদায়কারী যা গ্রহণ করবে, তাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়াঃ

রোগ মুক্ত পশু থাকতে রোগাক্রান্ত, অঙ্গহীন, জীর্ণশীর্ণ পশু যা ক্রয় বিক্রয়ে অযোগ্য এবং যা দ্বারা কুরবাণী বৈধ নয়, এমন পশু দ্বারা যাকাত আদায় করা জায়েয নয়। এরূপ বিধান এই জন্য যে,ত্রুটিযুক্ত পশু গ্রহণ করা হলে তাতে দরিদ্র লোকদের ক্ষতি সাধিত হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَـكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ▪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর (যাকাত দাও) এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না। কেননা তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।
[সুরা বাকারাহ, আয়াত ২৬৭]

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ধরনের লোক যারা এরূপ করবে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করবে- যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদতে রত থাকে এবং স্বীকার করে যে,আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; যে ব্যক্তি প্রত্যেক বছর তার মালের যাকাত হিসাবে উত্তম মাল প্রদান করে এবং বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্ত, ত্রুটিপূর্ণ নিকৃষ্ট মাল প্রদান করে না, বরং মধ্যম মাল প্রদান করে। আল্লাহ তোমাদের নিকট তোমাদের উত্তম মাল চান না এবং নিকৃষ্ট মাল প্রদান করতেও নির্দেশ দেননি।
[আবু দাউদ, সিলসিলা সহিহাহ]

শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত বয়সের হওয়াঃ

হাদিসে যে বয়সের পশু দ্বারা যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঠিক সেই বয়সের পশু দ্বারাই যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা এর চেয়ে কম বয়সের পশু গ্রহণ করা হলে তাতে গরীবদের হক নষ্ট ও ক্ষতি সাধিত হয়। আর বেশি বয়সের নেওয়া হলে পশুর মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব মালিকের নিকট শরীয়াত নির্দিষ্ট বয়সের পশু ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সাথে দুটি ছাগল অথবা ২০ দিরহাম দিবে।

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তার কাছে আল্লাহ তার রাসুল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা লিখে পাঠান: যে ব্যক্তির উপর উটের যাকাত হিসাবে জাযআহ (পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি) ফরয হয়েছে, অথচ তার নিকট জাযআহ নেই বরং তার নিকট হিক্কাহ (চতুর্থ বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি) রয়েছে, তখন হিক্কাহ গ্রহণ করা হবে। এর সাথে সম্ভব হলে (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) দুটি ছাগল দিবে অথবা ২০ দিরহাম দিবে। আর যার উপর যাকাত হিসাবে হিক্কাহ ফরয হয়েছে, অথচ তার কাছে হিক্কাহ নেই বরং জাযআহ রয়েছে তখন তার নিকট হতে জাযআহ গ্রহণ করা হবে। আর যাকাত আদায়কারী (ক্ষতিপূরণ স্বরূপ) মালিককে ২০ দিরহাম অথবা দুটি ছাগল দিবে। যার উপর হিক্কাহ ফরয হয়েছে অথচ তার নিকট বিনতু লাবুন (তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি) রয়েছে, তখন বিনতু লাবুনই গ্রহণ করা হবে। তবে মালিক দুটি ছাগল অথবা ২০ দিরহাম দিবে। আর যার উপর বিনতু লাবুন ফরয হয়েছে কিন্তু তার কাছে হিক্কাহ রয়েছে, তখন তার নিকট হতে হিক্কাহ গ্রহণ করা হবে এবং আদায়কারী মালিককে ২০ দিরহাম অথবা দুটি ছাগল দিবে। আর যার উপর বিনতু লাবুন ফরয হয়েছে, কিন্তু তার নিকটে বিনতু মাখায (দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী উষ্ট্রি) রয়েছে, তবে তার নিকট থেকে তাই গ্রহণ করা হবে, অবশ্য মালিক এর সঙ্গে ২০ দিরহাম অথবা দুটি ছাগল দিবে।
[বুখারি, মিশকাত]

পশু মধ্যম মানের হওয়া:

অতীব উত্তম পশু বাছাই করে গ্রহণ করা যাকাত আদায়কারীর জন্য যেমন জায়েয নয়, তেমনি জায়েয নয় অতীব নিকৃষ্ট পশু গ্রহণ করা। রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনু জাবাল রাদিআল্লাহু আনহুকে ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, তুমি তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সাদাকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে কেবল তাদের উত্তম মাল থেকে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে এবং মাযলুমের বদদোআকে ভয় করবে। কেননা তার বদদোআ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।
[বুখারি, মুসলিম, মিশকাত]

নিসাব পরিমাণ পশুর মালিক একাধিক হলে যাকাত আদায়ের হুকুমঃ

যদি একাধিক ব্যক্তি তাদের পশুগুলোকে একত্রিত করে এক সঙ্গে পালন করে থাকে। যেমন একজনের ২০টি ছাগল এবং অপর জনের ২০টি ছাগল মোট ৪০টি ছাগল এক সঙ্গে পালন করা হয়। এমতাবস্থায় উভয় মালিকের পৃথক পৃথক নিসাব গণনা করা হবে, না উভয়ে এক নিসাবের অর্ন্তভূক্ত হবে? এক্ষেত্রে সহিহ মত হল, তারা এক নিসাবের অর্ন্তভূক্ত হবে। অর্থাৎ ৪০টি ছাগলের মালিক একাধিক হলেও তাদের যাকাত হিসাবে ১টি ছাগল দিতে হবে।

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাত সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তার কাছে লিখে পাঠান, যাকাত দেওয়ার ভয়ে বিচ্ছিন্ন প্রাণীগুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।
[বুখারি, মিশকাত]

তবে একাধিক মালিকের পশু এক নিসাবের অর্ন্তভূক্ত হওয়ার জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্তসমূহ অবশ্য পূরণীয়:

- সকল মালিককে মুসলিম, স্বাধীন ও পশুর পূর্ণ মালিক হতে হবে।
- একাধিক মালিকের মিশ্রিত পশু নিসাব পরিমাণ হতে হবে।
- একাধিক মালিকের মিশ্রিত পশু একসঙ্গে পূর্ণ এক বছর পালিত হতে হবে।
- পাঁচটি বিষয়ে একজনের পশু অন্যজনের পশু থেকে আলাদা হবে না। যেমন:
  ১. একই এড়ে অথবা পাঠা দিয়ে গর্ভধারণ করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
  ২. একাধিক মালিকের মিশ্রিত সকল পশুর একই সময়ে চারণভূমিতে চরাতে হবে।
  ৩. একাধিক মালিকের মিশ্রিত সকল পশুর চারণভূমি একই হতে হবে।
  ৪. একাধিক মালিকের সকল পশুর দুগ্ধ দোহনের স্থান একই হতে হবে।
  ৫. একাধিক মালিকের মিশ্রিত সকল পশুর রাত্রি যাপনের স্থান একই হতে হবে।

উপরোক্ত শর্তসমূহ না থাকলে তারা এক নিসাবের অর্ন্তভূক্ত হবে না। বরং প্রত্যেক মালিকের পৃথক পৃথক নিসাব ধরে যাকাত আদায় করতে হবে।
[মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উছায়মীন, শারহুল মুমতে, ফিক্বহুস সুন্নাহ]

গাড়ী চালানো অথবা জমি চাষের কাজে নিয়োজিত পশুর যাকাতের বিধানঃ

গাড়ী চালানো অথবা জমি চাষের কাজে নিয়োজিত পশু যত বেশীই হোক না কেন তার যাকাত দিতে হবে না।

আলী ইবনু আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শাক-শব্জিতে যাকাত নেই, আরিয়াতে যাকাত নেই, পাঁচ ওসাকের কমে যাকাত নেই, কাজে নিয়োজিত পশুতে যাকাত নেই এবং যাবহাতেও যাকাত নেই। সাকার বলেন, জাবহা অর্থ হল, ঘোড়া, খচ্চর এবং দাস-দাসী।
আরিয়াঃ কোন গরীব ব্যক্তির নিকটে শুকনো খেজুর রয়েছে। কিন্তু তার রুতাব খেজুর প্রয়োজন। এমতাবস্থায় কোন গাছের মালিকের নিকট থেকে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছে বিদ্যমান রুতাব খেজুর ক্রয় করাকে আরিয়া বলা হয়।
[দারাকুতনি, মিশকাত]

পশুর পরিবর্তে তার মূল্য দ্বারা যাকাত আদায়ের হুকুমঃ

পশুর পরিবর্তে তার মূল্য দ্বারা যাকাত আদায় করলে তা আদায় হবে না। বরং পশুর যাকাত পশু দ্বারাই আদায় করতে হবে।

মুআয ইবনু জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্নিত, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমাকে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, গরুর যাকাতে প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি মুসিন্নাহ (দুই বছর অতিক্রম করে তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু) এবং প্রত্যেক ত্রিশটিতে একটি তাবী অথবা তাবীআহ (এক বছর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বছরে পদার্পনকারী গরু) গ্রহণ করবে।
[তিরমিযি, নাসাই, ইবনু মাজাহ, মিশকাত]

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিচরনশীল ছাগলের যাকাতে চল্লিশটি হতে একশত বিশটি পর্যন্ত একটি ছাগল।
[বুখারি, মিশকাত]

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিচরণশীল প্রত্যেক চল্লিশটি উটে একটি বিনতু লাবুন।
[নাসাই, আলবানী]

অতএব, রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশুর যাকাত পশু দ্বারাই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়াও রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে ইযামের কেউ কখনো পশুর পরিবর্তে তার মূল্য দ্বারা যাকাত আদায় করেননি। সুতরাং পশুর যাকাত পশু দ্বারাই আদায় করতে হবে।

টপিক ৬: যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

প্রকৃতপক্ষে আমরা দরিদ্র নই; বরং আমাদেরকে দরিদ্র করে রাখা হয়েছে। আমাদের শাসকবৃন্দ হলেন এর প্রধান কুশীলব। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা পরিপন্থী কর্মনীতি ও কর্মপন্থা তথা ইসলাম পরিপন্থী অর্থব্যবস্থা ও কর্মকান্ডই এ দারিদ্র সমস্যার মূল কারণ। কেননা দারিদ্র ও ইসলাম শব্দ দুটি দুই মেরুর শব্দ। সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব যেমন চিরন্তন, ঠিক তেমনি দারিদ্র্য ও ইসলামের দ্বন্দ্বও চিরন্তন। ইসলাম ও দারিদ্রের সহাবস্থান অকল্পনীয়। যে জাযীরাতুল আরবের (আরব উপদ্বীপ) মানুষেরা অভাব ও দারিদ্রের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত উপোস থেকে উদরে পাথর বেঁধে দিনাতিপাত করত, সেই আরব জাতি ইসলামের সমহান আদর্শে বলীয়ান হয়ে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন স্বনির্ভর দারিদ্রমুক্ত জাতি হতে সক্ষম হয়েছিল যে, যাকাত নেওয়ার মতো কোন লোক সেখানে পাওয়া যেত না। ড. হামাদাহ আবদালাতি বলেন, ইসলামী সোনালী শাসনামলে ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন যাকাত গ্রহণ করার মত কোন লোক ছিল না।

সম্পদের মালিকানা:

বাংলাদেশ ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ বিত্তশালী নিজেদেরকে তাদের সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিক মনে করে সম্পদ নিজ আয়ত্বে কুক্ষিগত করে রাখেন। অভাবগ্রস্ত দারিদ্র্যপীড়িত আর্ত-মানবতার সেবায় তারা কোনই অর্থ ব্যয় করেন না। আর এটা বাংলাদেশের দারিদ্র সমস্যার অন্যতম কারণ। মালিকানার ধারণা মানুষের মাঝে স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীনতার জন্ম দেয়। শোষণের মূলে রয়েছে মানুষের এ স্বেচ্ছাচারী মানসিকতা। মালিক যখন নিজেকে নিরঙ্কুশ মালিকানার অধিকারী মনে করে, তখন তাকে فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ 'আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।' [সুরা নাযিআত, আয়াত ২৪] এ ধরনের ফেরাউনী অলীক ভাবনায় পেয়ে বসে। ইসলাম তাই বান্দার নিরঙ্কুশ মালিকানার ধারণা রহিত করে দিয়ে শুরুতেই শোষণবাদী মানসিকতার মূলোৎপাটন করে দেয়। মূলতঃ সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা মহান আল্লাহর।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,
لِّلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ
'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর।'
[সুরা বাকারা, আয়াত ২৮৪]।

সম্পদে আল্লাহর মালিকানার বিশ্বাস মানুষকে স্বভাবতই বিনয়ী, জবাবদিহিতার চেতনায় উদ্ভাসিত এবং দারিদ্র বিমোচনে অর্থ ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করে।

যাকাতের খাতসমূহঃ

ফকিরঃ যার কিছুই নেই।
মিসকীনঃ যার নিসাব পরিমান সম্পদ নেই।
যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী (যার অন্য জীবিকা নেই)।
নওমুসলিম (আর্থিক সংকটে থাকলে)।
ক্রীতদাস (মুক্তির উদ্দেশ্যে)।
ঋণগ্রস্থঃ ধনী সম্পদশালী ব্যক্তি যার সম্পদের তুলনায় ঋণ বেশি।
মুজাহিদঃ স্বদেশে ধনী হলেও বিদেশে আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তি।
মুসাফির (ভ্রমণকালে অভাবে পতিত)।

দারিদ্র ও প্রাচুর্য:

দারিদ্র ও প্রাচুর্য দু'টি বিপরীতধর্মী শব্দ কিন্তু মানব জীবনে দু'টিই জড়িয়ে আছে অন্ধকার এবং আলোর মত। এইতো প্রাচুর্যের ছন্দময় উপস্থিতি আবার কিছু সময় পরই দারিদ্রের সেই অনাকাংখিত ভয়াল থাবা। কারো কারো জন্য প্রাসাদোপম আলীশান বাড়ী। বিলাম বহুল গাড়ীসহ সুখের সব রকম সরঞ্জামাদির বিপুল সমাহার। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে হাড় ভাঙ্গা খাটুনি পরিশ্রমের পরও দু'মুঠু ভাতের নিশ্চয়তা নেই, নেই মাথা গোজার একটু ঠাঁই। দু'টি অবস্থাই প্রজ্ঞাময় মহামহীমের সৃষ্টি। সম্ভবত ইবাদতের দু'টি অনুপম ধারা সৃষ্টিই এর মুল রহস্য। একটি সবর অন্যটি শুকর। দু'টিই আল্লাহ তাআলার বিশেষ ইবাদাত। দু'টির মাধ্যমেই রয়েছে মহামহীম রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জনের সুনিপুন ব্যবস্থা।

রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুমিনের বিষয়টি অতিশয় বিস্ময়কর। তার প্রত্যেকটি বিষয়ই তার জন্যে কল্যাণকর আর এটি একমাত্র মু'মিনের জন্যেই। যদি তার সুদিন আসে, সমৃদ্ধি অর্জিত হয়, তা হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটি তার জন্যে কল্যাণকর। আবার যদি দুর্দিন আসে দারিদ্রে আক্রান্ত হয়, ধৈর্য ধারণ করে এটিও তার জন্যে কল্যাণকর।
[মুসলিম]

হাদীস থেকে সু-স্পষ্ট রূপে বুঝা যায় যে, দারিদ্র ও প্রাচুর্য দু'টিই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের দু'টি সহজ পন্থা। দরিদ্র ধৈর্য ধারণ করবে আর ধন্যবান শুকরিয়া আদায় করবে। মানব জীবনে দু'টি সুযোগই কারো কারো ক্ষেত্রে আসতে পারে, আবার কেউ এর যে কোন একটি সুযোগ প্রাপ্ত হতে পারে। তবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হল যখন যার যে সুযোগ আসে তখন তাকে কাজে লাগিয়ে সুযোগের সৎ ব্যবহার করা। আমরা আলোচনা করব, যিনি শুকরিয়া আদায়ের সুযোগ পেলেন, তিনি কিভাবে তা বাস্তবায়ন করবেন।

যে বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, এই যে ধন-সম্পদ এটি তার নিজের কৃতিত্বের ফসল নয় বরং তা মহামহীমের দয়া ও ইচ্ছার ফসল। তাই সর্বান্তকরণে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই তাকে ভুলে যাওয়া চলবে না। তাঁর বিধি নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন চলবে না। নিজের ইচ্ছার উপর তাঁর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তাঁর দাবীর কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে দিতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ
'মুমিনগণ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।'
[সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ৯]

আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সম্পদ মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে দেবে এমন আশংকা আছে তাই মু'মিনদেরকে সদা সর্তক থাকতে হবে। এ সম্পদ যেন কোনক্রমেই তাকে তার সৃষ্টিকর্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারে। সম্পদের মোহ যেন আল্লাহর দাবীকে গৌণ করতে না পারে। আর সেটি তখনই সম্ভব যখন সম্পদ প্রাপ্ত ব্যক্তি এ সম্পদকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলে জ্ঞান করবে।

সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহর যে নির্দেশ তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার প্রাণান্তকর চেষ্টা অব্যাহত রেখে খেয়াল রাখতে হবে প্রাচুর্যের কারণে গতি যেন পাল্টে না যায়। সম্পদ যেন হারাম ও অনৈতিক কাজে ব্যয় না হয়। বরং এ ব্যাপারে আল্লাহর যে নির্দেশ তা যেন ঠিক ঠিক পালন হয়।

এ পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় সহায়ক হবে তা গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করা। আর তা হচ্ছে সম্পদ ব্যয়ের যে ফযীলত কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে তা স্মরণে আনা এবং ব্যয় না করে কুক্ষিগত করার মন্দ পরিণতির কথা বিবেচনা করা।

মহান আল্লাহ বলেন,
قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ
ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ
'মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র, যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাত দান করে থাকে।

[সুরা মু'মিনুন, আয়াত ১-৪]

আল্লাহ বলেছেন,
أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ
ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ
এরাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। যারা উত্তরাধিকার লাভ করবে। শীতল ছায়াময় উদ্যানের। তাতে তারা চিরকাল থাকবে।

[সুরা মু'মিনুন, আয়াত ১০-১১]

তা হলে আল্লাহর নির্দেশ মত সম্পদ ব্যয় করলে পরকালে চিরন্তন জীবনের জন্যে চিরসুখময় জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত। অল্প সম্পদ ব্যয় করলে পরপারে তা অনেক বড় করে পাওয়া যাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সদাকা (দান) কবুল করেন এবং তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করে থাকেন। এরপর তাকে লালন পালন করতে থাকেন যেমনি ভাবে তোমাদের কেউ স্বীয় জন্তু শাবক লালন পালন করে থাকে। এমনকি এক লোকমা খাবার (তার লালন পালনের কারণে) পাহাড়ের মত বিশাল হয়ে দেখা দিবে। অতএব তোমরা সাদকা কর।

[আহমদ]

ধনবান ব্যক্তি তার অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের সুযোগ সন্ধান করবে এতে নিজেরই লাভ।

রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা দয়াশীল, দয়াময় প্রভু তাদের প্রতি দয়া করেন। যারা যমীনে বিচরণ করে তাদের প্রতি দয়া কর। যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।
[তিরমিজি]

সহানুভূতি প্রকাশের মাধ্যম:

একজন সাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তি বর্তমান বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যে দৃশ্য দেখতে পাবে। দারিদ্রের কারণে প্রায়ই দেখা যায় জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশকে অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মৃত্যু বরণ করছে একটি উল্লেখ যোগ্য অংশ। যে শিশু শিক্ষানিকেতনের আলোকময় পরিবেশে থেকে নিজকে আলোকিত মানুষ রূপে গড়ে তোলার কথা ছিল দারিদ্রের কারণে আজ তাকে দেখা যাচ্ছে হাটে, রাস্তায়, ষ্টেশনে,, শ্রমবিক্রি করতে ব্যস্ত এদের কেউ কেউ ভিক্ষা করছে আবার অনেককে নর্দমা, ডাস্টবিন থেকে ফেলে দেয়া খাবার ও তুলে খেতে দেখা যাচ্ছে।

দারিদ্রের কারণে অশিক্ষিত রয়ে যাচ্ছে সমাজের একটি বিশাল অংশ যার কারণে বেকারত্ব বাড়ছে আলোর গতিতে। দারিদ্র ও বেকারত্বের অমানিশায় পতিত হয়ে হতাশা কাটানোর জন্যে মাদকাসক্তিতে লিপ্ত হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি খুনসহ মারাত্মক অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ সম্ভামনাময় নবপ্রজন্ম। এসব অপরাধ বাড়ার কারণে জনমনে সৃষ্টি হচ্ছে আতংক, কষ্ট সাধ্য হয়ে যাচ্ছে নাগরিক জীবন যাপন, আইন শৃঙ্খলার অবনতিসহ যাবতীয় উন্নয়ন। অগ্রগতি হচ্ছে বাধা গ্রস্থ, পিছিয়ে যাচ্ছে দেশ। আন্তর্জাতিক ভাবে নিন্দিত হচ্ছে দেশ ও জনগন। এ দারিদ্রের কারণে পরম মর্যাদাবান মাতৃ সমাজকে সতীত্ব বিক্রি করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতে হচ্ছে। পতিতা বৃত্তির মত চরম ঘৃনিত কাজ পেশা হিসাবে বেছে নিচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ফলে মনুষ্যত্ব বোধের চরম অধপতনের সাথে সাথে বেড়ে চলেছে সিফিলিস, গনরিয়া এইডস-সহ মারাত্মক মারাত্মক মরণ ব্যধি।

সুদ ভিত্তিক দেশীও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার দ্বারস্থ হয়ে সর্বশান্ত হতে দেখা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ জনগণকে। সুদের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে ভিটে মাটি বিক্রি করে বাস্তুহারার কাতারে শামিল হতেও দেখা যাচ্ছে অনেককে। আবার কেউ কেউ ঈমানের বিনিময়ে দায়মুক্তি নিচ্ছে বলেও পত্রিকাতে খবর প্রকাশ পেয়েছে। এ সুযোগে দারিদ্রে বিমোচনের নাম করে অনেক আন্তর্জাতিক ফোরাম দেশে বিভিন্ন নামে সংস্থা খুলে সাহায্যের নামে অপসংস্কৃতির বিকাশ ঘটাচ্ছে মহা সমারোহে। ফলে সাংস্কৃতির নামে চর্চা হচ্ছে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার। মুক্ত সাংস্কৃতির নামে যৌনতা নির্ভর চলচিত্র নির্মাণ, ফ্যাশন শো, কনসার্ট ইত্যাদির মাধ্যমে কেড়ে নিচ্ছে শত বছর থেকে চর্চিত সভ্য সাংস্কৃতির ধারা, শালীনতা, ভদ্রতা, ভব্যতা, ও লজ্জাসহ পর্দা প্রথা প্রায় বিলুপ্তির পথে।

দারিদ্র বিমোচ শ্লোগানকে পুঁজি করে ঋণ দেয়ার নাম করে সুদী ব্যবসা বর্তমানে জমজমাট। কিস্তি পরিশোধ করতে করতে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতার পর্যায়ক্রমে সর্বশান্ত হচ্ছে গরীব জনগন আর এ সুযোগে প্রাচুর্যের পাহাড় গড়ছে সুবিধা লোভী ফোরাম। দারিদ্রকে পুঁজি করে শিক্ষা সম্প্রসারণের নাম করে তাদের ধর্মীয় মতে দীক্ষিত করছে হাজার হাজার মুসলিম শিশুকে। তাই যে শিশু হওয়ার কথা ছিল মানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ আল্লাহ প্রেমী ঈমান দ্বীপ্ত খাঁটি মুসলিম, সে শিশু হচ্ছে আধুনিকতার নামে উগ্র ও মুক্তমনার নামে দিকভ্রান্ত নাস্তিক। ফলে ধর্মীয় দিক থেকে আমাদের দেশে স্থায়ী নিবাস গড়ার একটি বিশাল সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে আধিপত্যবাদী একটি বিরাট শক্তি। এ ধারা অব্যাহত থাকলে নিকট ভবিষ্যতে দেখা যাবে আমরা মুসলমানরা নিজ দেশে পরবাসী। এক কথায় দারিদ্রের কারণে আজ আমাদের ঈমান ও স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন।

আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক। দারিদ্রের কারণে দাতা গোষ্ঠীর বিভিন্ন অন্যায় ও অন্যায্য দাবী মেনে সরকারকে সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করতে হয় ফলে সরকার জনগনের চাহিদা মোতাবেক স্বাধীন ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে না। একদিকে দাতাদের চাপ অন্য দিকে জনগনের দাবী, দো-টানায় পড়ে সরকারকে বিব্রত হতে দেখা যায় প্রায়ই। দাতাদের দাবী মেটাতে গিয়ে জনগনের বিপক্ষে পদক্ষেপ নেয় ফলে জন অসন্তোষ বাড়ে, সরকার জনরায়ের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়, জনগন প্রতিরোধের সংকল্প করে ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়ে পড়ে উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। ফলাফল দাড়ায় অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি আন্তর্জঅতিক সমীক্ষায় ব্যর্থ রাষ্ট্র।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারকে জনমত উপেক্ষা করে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনার প্রেক্ষিতে ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। ফলে মিত্রদের মাঝে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। সম্পর্কে ফাটল ধরে ফলে সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এ সুযোগে বিভিন্ন নাশকতা মূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পায়। সরকারকে চাপের মুখে পড়তে হয়। আবার ক্ষমতায় যেতে হলে বিদেশী সম্প্রদায়ের সমর্থনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ফলে ইসলাম বিরোধী ভূমিকা আরো জোরদার ভাবে নিতে হবে মর্মে দস্তখত দেয়ার যুক্তি ও দাবী মজবুত হয়। বাধ্য হয়েই সরকারকে এমন দস্তখত দিতে হবে। ফলে ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশের রাস্তা আরো সংকুচিত হবে। বরং নিভু নিভু করে জ্বলতে থাকা প্রদীপ সম্পূর্ণ রূপে নিভিয়ে দেয়ার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। এমন উদাহরণ বিশ্বের সবগুলো মুসলিম দরিদ্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এসবেরই মূলে রয়েছে দারিদ্রের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। মোট কথা দারিদ্রের কারণে বাধা গ্রস্থ হচ্ছে আমাদের স্বাধীন মূল্যবোধ। দারিদ্রের কারণেই আজ আমাদের দেশীয় ও ধর্মীয় পরিচয় হুমকির সম্মুখীন। তাই মানবিক ও ঈমানী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব করলে অচিরেই এর চরম মূল্য দিতে হবে।

ধনীদের অবদান:

এমন পরিস্থিতিতে এ অবক্ষয় রোধে একটি বিরাট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ। তাদের সাহায্য সহানুভূতি পেয়ে অন্নহীন অন্ন পাবে। শিক্ষার সু-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলে দরিদ্র জনগন শিক্ষার সুযোগ পাবে, ফলে খুন, রাহাজানী, ধর্যন, চুরি, ডাকাতিসহ সকল নেতিবাচক কর্মকান্ড পরিহার করে সুস্থ্য স্বাভাবিক পথে ফিরে আসার রাস্তা খুজে পাবে যুব সমাজ। দেশ পাবে শক্তিশালী নীতিবান আলোকিত জনশক্তি। সে নিজে পাবে ঈমানদীপ্ত সম্ভাবনাময় সুন্দর জীবন। ভিক্ষা বৃত্তি, পতিতাবৃত্তি এবং ঘৃণ্য পেশা থেকে ফিরে এসে সুস্থ ধারার জীবন গড়ার দিশা পাবে আক্রান্ত নারী ও দরিদ্র জনশক্তি। সুদ ভিত্তিক সাহায্য প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা গুটাতে বাধ্য হবে। ফলে তাদের থেকে নিস্কৃতি পাবে অসহায় জনগন এবং সুদের মত মারাত্মক পাপ থেকে বের হওয়ার রাস্তা পাবে নিরুপায় মুসলিম সমাজ। অপসংস্কৃতির চর্চা বন্ধ হবে ফলে চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাবে যুব সমাজ ইসলামী মুল্যবোধে বিশ্বাসী জন সাধারণ। আধিপত্যবাদী সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তারের রাস্তা সংকুচিত হয়ে যাবে। ফলে স্বাধীনতা হুমকি মুক্ত থাকবে।

সরকার স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনার নিশ্চয়তা পাবে জনগনের মতের প্রতিফলন ঘটবে। স্থিতিশীলতা বিরাজমান থাকবে। অন্যায় অসন্তোষ বিলুপ্ত হবে। সুখ সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে। দেশ এগিয়ে যাবে। নন্দিত হবে বিশ্বময়। স্বাধীন সমৃদ্ধশালী জাতী হিসাবে আমরা পরিচিতি পাবো বিশ্ব ব্যাপী।

ধর্মীয় মূল্যবোধ, ঈমানী চেতনা নিয়ে মুসলমান মুক্ত স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারবে। এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। ফলে জাতি দিন দিন উপহার পেতে থাকবে ন্যায় নীতি, সৎ, চরিত্রবান, সৃজনশীল উন্নত, আলোকিত প্রেমময় হৃদয়বান কাংখিত প্রজন্ম। ধরাতে চর্চা হবে মহামহীমের চাহিদা মোতাবেক শান্তিময় বিধান। সর্বোপরি সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ বনী আদম কুফুরী থেকে মুক্ত থাকার পরিবেশ খুজে পাবে। কারণ দারিদ্র মানুষকে কুফুরীর নিকটবর্তী করে দেয়। এমনি ভাবে চেষ্টা করলে সহানুভূতি প্রকাশের হাজারটি দ্বার খুলে যাবে।

এক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। নিয়মিত যাকাত আদায় করে সুষ্ঠভাবে বন্টন করলে উপরোক্ত সবগুলো ক্ষেত্রে অবদান রাখা যায়। সম্পদের প্রতি মানুষের মোহ প্রকৃতিতগত। সম্পদ উপার্জনে মানুষ আগ্রহ বোধ করে কিন্তু ব্যয়ের ব্যাপারে অনুরূপ সাচ্ছন্দ অনুভব করে না। আর সাহায্য সহানুভূতি ও দান খয়রাত রীতিমত মনের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম। এক্ষেত্রে যাকাত আদায়চ্ছু ব্যক্তি যদি যাকাত আদায়ে শরীয়তের বিধান স্মরণে আনে তাহলে তার জন্য উক্ত কাজে সফল হওয়া সহজ হবে।

যাকাত মূলত তার সম্পদ নয় বরং দারিদ্রক্লিষ্ট বঞ্চিত ও প্রার্থীদের সম্পদ যা তার সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে আছে।

মহান আল্লাহ বলেন,
وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ
'তাদের সম্পদের রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার।'
[সুরা যারিয়াত, আয়াত ১৯]

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অংশ গ্রহণ করে একটি অধঃপতিত জাতিকে স্বনির্ভর ও স্বাধীন জাতিতে উন্নত করা যায়। দারিদ্রক্লিষ্ট হয়ে ঈমান হারাতে বসা চরম বিপর্যস্ত একটি গোষ্ঠীকে যাকাত আদায়ের মাধ্যমে এমন বিপদ থেকে রক্ষা করা যায়।

বরং উপরোল্লেখিত সকল বিপদ মোকাবেলায় যাকাতের ভূমিকা অপরিসীম। যাকাতের মাধ্যমেই উক্ত সকল ষড়যন্ত্রের সমুচিত জবাব দেয়া যায়। আজ যদি যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু নীতিমালা থাকত। বন্টনের ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবস্থা থাকত তাহলে অবস্থা হয়ত এত করুন হত না। যদি দেশের ধনবান ব্যক্তিবর্গ হৃদয় দিয়ে সহানভূতির সাথে একটু চিন্তা করেন তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় দেশী বিদেশী সুবিধালোভী সুদ ব্যবসায়ী আধিপত্যবাদীরা লেজ গুটাতে বাধ্য হবে। আমাদের এ আশা কল্পনা নির্ভর নয় বরং যুক্তির নিরিখে একটু হিসাব করি।

ধরে নেই বর্তমানে বাংলাদেশে ৫০০ কোটি মূল্যবান যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিকের সংখ্যা এক হাজার, তাহলে তাদের সম্পদের যাকাতের পরিমাণ হবে প্রতি বছর ১২৫০০ কোটি টাকা। (১২৫০০০০০০০০) উক্ত টাকা যদি জনপ্রতি ৫০ হাজার করে বন্টন করা হয় তাহলে ২৫ লক্ষ লোকের মধ্যে বন্টন করা যাবে। প্রতি বছর যদি ২৫ লক্ষ লোক দারিদ্র মুক্তির সুযোগ পায় তাহলে গোটা বাংলাদেশকে দারিদ্র মুক্ত করে সনির্ভর করতে কয়দিন লাগবে? এতো শুধুমাত্র ৫০০ জনের হিসাব। প্রকৃত হিসাব আরো অনেক বেশী।

যাকাত আদায় ও বন্টনের সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলে মুক্তি পেত দেশ। সরকার জনগন, শংকামুক্ত থাকত ঈমান, আক্বীদা, আমল। বৈষম্যদূর হয়ে সম্প্রীতি ও ভালবাসা থাকত সকলের মাঝে বিরাজমান। গোটা সমাজই হতে যেত জান্নাতের একটি বাগিচা। তাহলে আমরা বলতে পারি যাকাত আদায় যেমনি করে দয়াময় পালনকর্তার শুকরিয়া আদায়ের অন্যতম মাধ্যম, বিনিময়ে সুখময় জান্নাত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। অনুরূপ ভাবে দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে ভাইয়ের পতি ভাইয়ের মতত্ববোধ প্রকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা।

ইমাম তাবারানী রহমতুল্লাহ আলাইহি তাঁর “আওসাত ও সাগীর” গ্রন্থে আলী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ধনী মুসলমানদের সম্পদে এ পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের দরিদ্রদের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট। দরিদ্র মুসলিমবৃন্দ অভুক্ত ও বিবস্ত্র থাকার যে কষ্ট করে যাচ্ছে। এটি তাদের ধনীদের সৃষ্ট। শুনে রাখ মহান আল্লাহ তাদের হিসাব কঠিন করে নিবেন এবং যন্ত্রনাদায়ক কঠিন শাস্তি দিবেন।

হাদীস দ্বারা পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে সুষ্ঠভাবে যাকাত আদায় হলে মুসলমানদের মাঝে দারিদ্র থাকবে না। দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা কত অপরিসীম এ হাদীস তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রাষ্ট্র যাকাত আদায় করে বণ্টন করলে পাঁচ বছর পরে যাকাত নেওয়ার লোক থাকবে না:

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় 'ইসলামী জীবন' নামে ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় ছিলো 'দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা'।

মুহাম্মাদ বেলাল হুসাইনের উপস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামি পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। তিনি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।

রমজান মাসে যাকাত আদায়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জানিয়ে মাওলানা মাহমুদুল হাসান বলেন, 'গোটা পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় অল্প কিছু মানুষ ধনী। বাংলাদেশেও খুব অল্প মানুষ কোটিপতি। আর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে, অনেক কষ্ট করে দিন যাপন করে। সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহান আল্লাহ এই যাকাত ব্যবস্থা চালু করেছেন। রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ধনীদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করা হবে এবং ফকিরদের মাঝে এটা বিলি-বণ্টন করে দেওয়া হবে। এভাবে সমাজে সাম্য, মৈত্রী, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হবে।'

যাকাত আদায়ের ব্যবস্থাটা কীরকম হলে দারিদ্র্য বিমোচন হবে উপস্থাপকের এমন প্রশ্নে মাওলানা মাহমুদুল হাসান একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, "সেই স্বর্ণালী যুগে আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু যখন রাষ্ট্রপ্রধান, তখন তিনি ধনীদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ গরীবদের মাঝে তা বিলি-বণ্টন করে দিয়েছেন। কিছুদিন পরে এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে, আরবের বুকে যাকাত নেওয়ার মতো কোন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যারা ধনী, তারা যাকাত মাথায় নিয়ে আরবের বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর যাকাত নেওয়ার মানুষ খুঁজচ্ছেন। কিন্তু কাউকে পাচ্ছেন না, কারণ স্বাবলম্বী হয়ে গেছেন।"

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহুর যাকাত ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জন্যও অনুসরণীয় উল্লেখ করে মাওলানা মাহমুদুল হাসান আরও বলেন, "রাষ্ট্র কিংবা সরকার যদি বাংলাদেশের কোটিপতিদের কাছ থেকে সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে তা আবার মানুষের মাঝে সঠিকভাবে বণ্টন করে দেয় তাহলে আমাদের দেশেও দেখা যাবে পাঁচ বছর পরে যাকাত নেওয়ার মত কোনো লোক থাকবে না।"

যাকাত প্রদানের বিষয়ে তিনি বলেন, "হাতে টাকা না দিয়ে একটা লোককে আপনি ৫ হাজার বা ১০ হাজার টাকা দিয়ে একটা চায়ের দোকান দিয়ে দেন, তিনি চা-পান বিক্রি করে সংসার চালাতে পারবেন। ইসলামের বিধান এটা।"

সরকারিভাবে কীভাবে যাকাত আদায় করা যায় উপস্থাপকের এমন প্রশ্নে আলোচক মাহমুদুল হাসান বলেন, "বাংলাদেশ যেহেতু ইসলামি রাষ্ট্র নয়, ইসলামি বিধানে চলে না, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যাকাত আদায় করা যেতে পারে। আবার ইসলামি স্কলার যারা আছেন, তাদের নিয়ে একটা বোর্ড গঠন কর যাকাত আদায় করা যেতে পারে, যেখানে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। এভাবে ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী যাকাত সংগ্রহ করে তাদের মাধ্যমেই যাকাতটা বণ্টন করে দেয়াটা আপাতত একটা সলিউশন।"

এই ইসলামি পণ্ডিত আরও বলেন, "এভাবেও কাজ না হলে সরকারের বাইরে যে বিভিন্ন সমাজসেবকমূলক সংগঠন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে, তারাও যদি যাকাত সংগ্রহ এলাকার গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে, তাদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন জিনিস, যেমন- অটোরিকশা, সিএনজি, গরু-ছাগল, সেলাই মেশিন এসব কিনে দেয়, তাহলে আমার মনে হয় কিছুদিন পর বাংলাদেশেও যাকাত নেওয়ার জন্য মানুষ থাকবে না।"

উপসংহার

দারিদ্র্য হলো একটি বহুমাত্রিক সমস্যা, যা মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। এটি কেবল অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জাতিসংঘের মাল্টিডাইমেনশনাল পভার্টি ইনডেক্স (MPI) ২০২৪ অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রায় ১.১ বিলিয়ন মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। এমন পরিস্থিতিতে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, কেননা ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি কেবল ধর্মীয় আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে যা তিনটি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যথা, ইতিবাচক কৌশল, প্রতিরোধমূলক কৌশল, এবং সংশোধনমূলক কৌশল। ইতিবাচক কৌশলের মধ্যে আয় বৃদ্ধি, আয়ের কার্যকরী বিতরণ এবং সমান সুযোগের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুষম সম্পদ বণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করে। ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী, আয়ের উৎস হালাল হতে হবে এবং কর্মে নিয়োজিত হতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে[সূরা আল-মুলক, আয়াত ১৫] উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের উচিত তাদের জীবিকার সন্ধান করা এবং আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদকে কাজে লাগানো। রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'তোমাদের কেউ ভোর বেলায় রশি হাতে নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে কাঠ কেটে তা বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ পয়সা কিছু খাবে আর বাকিটুকু সাদাকা করবে তা তার জন্য অনেক উত্তম মানুষের নিকট হাত পাতার চাইতে'' [বুখারী ১৪৮০]।

এছাড়া, অপচয় এবং অপব্যয়ের বিরোধিতা করে বলা হয়েছে: [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ২৯]“তোমার হাতকে তোমার গলায় বেধে দিও না এবং এটিকে একেবারে প্রসারিতও করো না’। এখানে গলায় হাত বাধা অর্থ হলো কৃপণতা করা, আবার প্রসারিত বলতে অপচয় করাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সঞ্চয় এবং অপচয় রোধেরও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যা দরিদ্রতা বিমোচনে উল্লেখযোগ্য কৌশল হিসেবে বিবেচিত।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্বিতীয় যে কৌশলের কথা বলা হয়েছে তাকে প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি বলা হয়। ইসলাম প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পদের এককেন্দ্রীকরণ রোধ করে, যেন এটি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মালিকানার নিয়ন্ত্রণ এবং অসাধু কার্যকলাপ প্রতিরোধের নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ এবং মানুষ কেবলমাত্র আমানতদার। এই ধারণা সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। প্রবিত্র কোরআনে সুরা বাকারার ২৮৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর..”।

এছাড়াও সহিহ বুখারীর ২৯৫৯ নং হাদিসে অনুসারে রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দাগণ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ। অথচ তিনটিই হলো তার মাল, যা সে খেয়ে নিঃশেষ করে দিল। অথবা যা সে পরিধান করে পুরাতন করে দিল। কিংবা যা সে দান করল এবং সঞ্চয় করল (আখিরাতের প্রতিদান হিসাবে)। এসব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম সম্পদের এককেন্দ্রীকরণ রোধ করে এবং সমাজের সকল স্তরে সমান সুযোগ নিশ্চিত করে।

ইসলামি অর্থনীতি ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকে সম্মান করে তবে সেটি ইসলামি নীতিমালার অধীনে থাকতে হবে। বর্তমানে বিশ্বে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া একটি বড় সমস্যা; যেমন, ২০২৩ সালে অক্সফামের 'সারভাইভাল অব দ্য রিচেস্ট' শিরোনামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর ১% ধনী ব্যক্তির হাতে প্রায় ৬৭% সম্পদ রয়েছে। ইসলামের প্রতিরোধমূলক নীতিগুলি এই ধরনের অসামঞ্জস্য কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই পদক্ষেপগুলো দারিদ্র্যের উৎপত্তি প্রতিরোধে সহায়ক। ইসলামে রিবা, অপচয় এবং অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয়ের মতো অনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সঠিক পদ্ধতিতে বাণিজ্য, সততা এবং মিতব্যয়িতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হতে পারে দ্বিতীয় খলিফা উমর রাদিআল্লাহু আনহুর শাসনকাল, যখন সুদের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং সম্পদের সমতা নিশ্চিতের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দারিদ্র্যবিমোচনের তৃতীয় কৌশল হলো সংশোধনমূলক কৌশল। যদি ইতিবাচক ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা দারিদ্র্য দূর করতে যথেষ্ট না হয়, তখন ইসলাম সম্পদ পুনর্বণ্টনের ওপর গুরুত্ব দেয়। এখানে প্রথমেই বাধ্যতামূলক স্থানান্তর যার অন্তর্ভুক্ত যাকাত ব্যবস্থা। যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি এবং সম্পদশালী মুসলমানদের এটি প্রদান বাধ্যতামূলক। যা ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যাকাত সামাজিক সাম্যতা তৈরি করে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করে।

পবিত্র কোরআনে[সূরা তওবা, আয়াত ৬০] উল্লেখ রয়েছে, সদাক্বাহ হল ফকীর, মিসকিন ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (ব্যয়ের জন্য) আর মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরজ। আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, মহাবিজ্ঞানী। সাহাবা ও তাবেয়ীগণের ঐক্যমতে এ আয়াতে সেই ওয়াজিব সদকার খাতগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যা মুসলিমদের জন্যে সালাতের মতই ফরজ। যাকাতের মাধ্যমে সম্পদ দরিদ্রদের কাছে পুনর্বণ্টন হয় এবং দারিদ্র্য কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া সংশোধনমূলক কৌশলের দ্বিতীয় যে বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তা হলো প্রস্তাবিত স্থানান্তর (দান)। যাকাত ছাড়াও ইসলাম দান ও কল্যাণমূলক কাজে উৎসাহ দেয়। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে[সূরা মা'আরিজ, আয়াত ২৪-২৫] উল্লেখ করা যায়, যেখানে বলা হয়েছে, যাকাতের অতিরিক্ত সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে। কঠোর দারিদ্র্য পরিস্থিতিতে, দান বৈষম্য দূরীকরণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। ইসলামে স্বেচ্ছায় দানের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন রাসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দান কখনো সম্পদ কমায় না" [সহিহ মুসলিম, ২৫৮৮]। এছাড়া ওয়াকফের মাধ্যমে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, হাসপাতাল গড়ে তোলা হয় যা সমাজের দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণে সহায়ক। সংশোধনমূলক কৌশলের তৃতীয় যে বিষয়টি নিয়ে বলা হয়েছে তা হলো রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ইসলামি ব্যবস্থায়, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি এমন পরিবেশ তৈরি করা যেখানে বৈধ ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে। রাষ্ট্র জনগণকে সকল অসাধু কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করবে এবং যাকাত ব্যবস্থার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। ইসলামের এই নীতিগুলি শুধু দারিদ্র্য কমাতে সহায়ক নয়, বরং এটি একটি ন্যায়বিচারপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমেও কাজ করে।

এভাবে ইসলামী অর্থনীতি ব্যক্তি ও সমাজকে একত্রিত করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের এই সমন্বিত পদ্ধতি মানবতার কল্যাণে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভবিষ্যৎ কর্ম পরিধি ও কিছু কথা

আল-হামদু লিল্লাহ। মহান আল্লাহ ইচ্ছায় থিসিসটি স্বল্প সময়ে সম্পন্ন করতে পেরেছি। কিন্তু ব্যক্তিগত কর্মব্যস্ততা ও সময়ের স্বল্পতা হেতু আশানুরূপ ভাবে উপস্থাপন করতে পারিনি। থিসিসটিতে টাইপিং মিস্টেকের কারণে কিছু ভুলও থাকতে পারে।

উস্তাদ মাওলানা রাহাত আহমাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। তিনি এই থিসিসের ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। মহান আল্লাহর দরবারে তার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোআ রইল।

এই থিসিসটি একটি অপূর্ণাঙ্গ ও অপরিপক্কই বলা যেতে পারে। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে আরও অধিক পরিমাণে পড়াশুনা করে আরও সুন্দর ভাবে থিসিসটি সমাপ্ত করার ইচ্ছা আছে।

এছাড়া পরবর্তীতে কেউ যদি এই থিসিসটি পড়ে আরও সুন্দর ভাবে তথ্যবহুল একটি থিসিস তৈরী করতে চান তবে এটি তার কাজকে অনেক সহজসাধ্য করবে বলে আশা রাখি।

এ থিসিসটি করতে গিয়ে আমি অনেক অজানা জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এজন্য আইওএম-কে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। আইওএম কর্তৃপক্ষের সকলের জন্য রইল এই অধমের প্রাণঢালা দোআ।

সবশেষে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

<u>**তথ্যসূত্র**</u>

- বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ
- দারিদ্র: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, ড. কাকালি কুন্ডু
- বাংলাদেশের দারিদ্র সমস্যা: কারণ ও প্রতিকার, কামরুযযামান বিন আব্দুল বারী
- testbook.com
- lxnotes.com
- m.priyo.com
- ndgbu.blogspot.com
- sharebiz.net
- www.economicsdiscussion.net
- https://www.jugantor.com
- https://www.dailyjanakantha.com